www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

আওলীয়ায়ে কিরামের ওসীলায়

খোদার রহমত

মুফ্‌তী
আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)

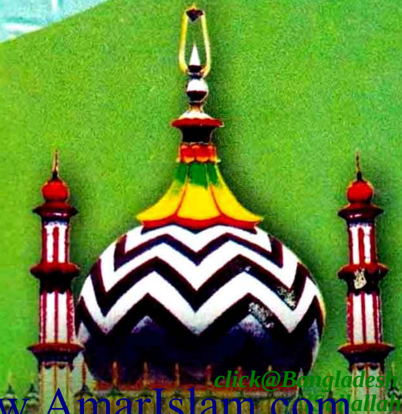

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম।

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

رحمت خدا بوسیلئہ اولیاء

আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায়

খোদার রহমত

মূলঃ মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী

অনুবাদঃ কাজী মাওলানা মঈনুদ্দীন আশরাফী

প্রধান মুহাদ্দিসঃ সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা

পাথর ঘাটা, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi WaSallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

প্রকাশনায়ঃ

নিশান প্রকাশনী

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদ : **মোহাম্মদ এনামুল হক**

প্রকাশ কালঃ

১ম প্রকাশ ঃ ১লা জুন '৯০ ইং

পু: মুদ্রন ঃ ১লা জানুয়ারী '৯৪ ইং

পু: মুদ্রণ ঃ ১০ই মার্চ '৯৬ ইং

পু: মুদ্রণ ঃ ১লা জুন ' ৯৮ ইং

নতুন সংস্করণ ঃ ২০শে মে ০২ ইং

পু: মুদ্রণ ঃ ১৫ জানুয়ারী ২০০৮ ইং

হাদিয়া ঃ **৬০.০০ টাকা**

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ **মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান**

এনাম্‌স প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটার

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকের কথা

মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বিরচিত ও কাজী মৌলানা মঈনুদ্দীন আশরাফী অনুদিত 'আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত' পুস্তকটি প্রকাশ করতে পেরে খোদার কাছে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আশা করি, সুধি পাঠকমহল আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাদির মত এটাও সাদরে গ্রহণ করবেন।

আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত- এটা একটি সর্বজন স্বীকৃত ও পরীক্ষিত বিষয়। এতদিন কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি। কিন্তু ইদানীং ইসলামের মুখোশধারী এমন একদল বের হয়েছে, যারা পীর- আওলিয়াকে ঘৃনার চোখে দেখে, বুজুর্গানে কিরামের মাযার সমূহ যিয়ারত করাকে কবর পূজা বলে আখ্যায়িত করে, উনাদের ওসীলায় কোন কিছু কামনা করাকে শির্‌ক, বিদআত কত কিছুইনা বলে। হাকীমুল উম্মত মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'আওলিয়ায়ে কিরামের উসীলায় খোদার রহমত' পুস্তকটি প্রণয়ন করে তাদের মুখে চুনকালি দিয়েছেন। তিনি কুরআন-হাদিছ ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির উদ্ধৃতি দিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত অনস্বীকার্য।

আশা করি, পাঠক মহল এ পুস্তকটি পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হবেন এবং আওলিয়ায়ে কিরামের শানে কুটুক্তিকারীদেরকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম হবেন।

প্রকাশক

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
প্রথম অধ্যায়	৯
ওসীলার প্রমাণ	৯
পবিত্র কুরআনের আলোকে	৯
পবিত্র হাদীছের আলোকে	১৬
বুজুর্গানে কিরামের অভিমত	২৫
বিরোধিতাকারীদের অভিমত	৩১
যুক্তিগত প্রমাণাদি	৩৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	৪৫
আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলা সম্পর্কে আপত্তিসমূহ ও এর জওয়াব–	৪৫
উপসংহার	৭৫
একটি ঘটনা	৭৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ وَسِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ اِلَى اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ–

ভূমিকা

যে ভয়াবহ সময়টা আমরা অতিক্রম করছি, তা মুসলমানদের জন্য খুবই বিপদ সংকুল ও ফিত্না ফ্যাসাদের যুগ। আজ তারাই সৌভাগ্যবান, যাদের ঈমান বর্তমানের বিষাক্ত হাওয়া থেকে বেঁচে গেছে। বদ-মাযহাব ও বিধর্মীদের এমন জোরালো তৎপরতা চলছে, যার ফলে মুসলমানদের ঈমান হুমকীর সম্মুখীন। ইসলামে যদিওবা অনেক আগ থেকে নতুন নতুন ফেরকার সৃষ্টি হয়ে আসছে, কিন্তু আজকাল যে সব নতুন ফের্কা গজিয়ে উঠছে, আগের মুসলমানরা তা কখনো কল্পনাও করেনি। মূর্খ লোকেরা কুরআন শরীফের মুফাচ্ছের বনে গেছে এবং বাজে লোকেরা বুজুর্গানে দ্বীন ও আম্বিয়ায়ে মুজতাহেদীনের শানে যা-তা বলতে দ্বিধাবোধ করছে না।

ইসলামের এমন কতকগুলো স্বীকৃত বিষয় রয়েছে, যেগুলো অস্বীকার করতে পারে বলে কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু আজ এ স্বীকৃত বিষয় সমূহের অস্বীকারকারী দল বের হয়েছে। যুগ যুগ ধরে প্রতিটি মুসলমান আল্লাহর প্রিয় ও খাস বান্দাদের ওসীলার সমর্থক ও তার প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। কিন্তু ইদানীং সেই ওসীলারই অস্বীকারকারী দল সৃষ্টি হয়েছে। তারা দুনিয়াবী আপদ-বিপদে ও রোগশোকে বিচারক ও ডাক্তারদের দুয়ারে ধর্ণা দেয়, কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলা গ্রহণকারীদেরকে মুশরিক ও মুরতেদ বলতে আদৌ সংকোচ বোধ করে না। যে ব্যক্তি বা কউমের জন্য আল্লাহর গজব অবধারিত,

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে ওসীলা থেকে বঞ্চিত রাখে আর যাদের প্রতি আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয়, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ওসীলা লাভ করে থাকে। সৌভাগ্যবান বান্দা নিজের পাপরাজির জন্য কান্নাকাটি করে এবং বুজুর্গানে কিরামের ওসীলায় অন্তরকে পাপমুক্ত করে। হতভাগ্য লোকেরা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কুৎসা রটায় এবং তাঁদের থেকে দূরে অবস্থান করে খোদার রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। দেখুন, সমস্ত ফিরিশতা আদম (আলাইহিস সালাম) কে খোদার নৈকট্যলাভের ওসীলা মনে করে তাঁর সামনে মাথা নত করেছিলেন এবং তা খোদার দরবারে গৃহীত হয়। আর শয়তান লাখ লাখ ইবাদত করার পরও আদম (আলাইহিস সালাম) কে ওসীলা স্বীকার না করায় খোদার দরবারে তার ইবাদত অগ্রাহ্য হয়ে গেল। মাওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেছেন-

چوں خدا خواہد کہ راز کس درد
میلش اندر طعنہ پاکاں نہد (مثنوی)
چوں خدا خواہد کہ ما یاری کند
میل مارا جانب زاری کند

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে অপদস্থ করতে চায়, তখন তার মনে পবিত্র লোকের সমালোচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে দেয় এবং যখন কাউকে নেকী করার তৌফিক দান করে, তখন কান্নাকাটির প্রতি তার মনকে ধাবিত করে।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ওসীলা এমন বিষয়, যার আশ্রয় কাফির, জীবজন্তু এমনকি নিষ্প্রাণ লাকড়িও গ্রহণ করে থাকে। কুরআন করীম ইরশাদ করেছেন যে, ফেরাউন ও তার কউম ডুবে মরার আগে তাদের প্রতি উকুন, ব্যাঙ ইত্যাদির অনেক আজাব এসেছে। যখন এ ধরণের আজাব আসতো, তখন হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করতো-

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

হে মুসা (আলাইহিস সালাম) আপনি যদি এ আজাব আমাদের থেকে দূরীভূত করে দেন, তাহলে আমরা আপনার উপর নিশ্চয় ঈমান আনবো এবং বনী ইস্রাঈলকে আপনার কাছে সোপর্দ করবো। কিন্তু তাঁর দোয়ার পর আজাব দূরীভূত

www.AmarIslam.com

হয়ে গেলে, তারা ঈমান আনতো না। যখন ফেরাউনকে বিনাশ করার ইচ্ছা হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে পৌঁছার সুযোগ দিল না। হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) ও বনী ইস্রাইল ছহীহ সালামতে নীল নদ পার হয়ে গেলেন, কিন্তু ফেরাউন মাঝ দরিয়ায় নিক্ষিপ্ত হলো। সেই সময়, সে বলেছিল اٰمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ। আমি হযরত মুসা ও হারুনের খোদার প্রতি ঈমান আনতেছি। কিন্তু মাঝখানে ওসীলা না থাকায় এ ঈমান গৃহীত হলো না এবং ডুবে মারা গেল। মক্কার কাফিরেরাও প্রত্যেক মুসিবতের সময় নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দোয়া করাতেন। উট, হিংস্র প্রাণী এবং হরিণ মুসিবতের সময় হুযুর আলাইহিস সালামের কাছে ফরিয়াদ করেছিল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার ইচ্ছা থাকলে আমার অন্যান্য কিতাব বিশেষ করে 'সালতানাতে মুস্তাফা' দেখুন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, কাফির, বিবেকহীন জীবজন্তু নেক বান্দাদের ওসীলার প্রতি আস্থাশীল। কিন্তু আফসোস, যারা এ সুস্পষ্ট বিষয়কে অস্বীকার করছে, তারা জীব, কাফির মুশরিক বা অজ্ঞ মুসলমান নয়, তারা হলো কলেমা পাঠকারী, ফাজেলে দেওবন্দ লকবধারী, ইসলামের সোল এজেন্ট বলে দাবীদার দেওবন্দী ওহাবী মৌলভীরা। 'তারা শুধু অস্বীকার করে বসে থাকেনি বরং জিদের বশবর্তী হয়ে তাদের বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে এ ব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি করছে এবং ওসীলা স্বীকারকারী মুসলমানদের উপর কুফরী শির্‌ক ইত্যাদির ফত্ওয়া জারী করছে। তারা মুর্তিসমূহের সম্পর্কিত আয়াত সমূহ নবীদের বেলায় এবং কাফিরদের সম্পর্কিত আয়াতসমূহ মুসলমানদের নামে প্রয়োগ করে বাহাদুরী করছে। আল্লাহর প্রিয় ও খাস বান্দাদের শানে এ ধরণের আচরণ কাফিরেরাও করতে কোন দিন সাহস করেনি। কতেক সরল প্রাণ মুসলমান ওদের জুব্বা পাগড়ী দেখে বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং এ রোগটা দিন দিন মহামারী আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি চিন্তা করলাম, এহেন মুহূর্তে নিশ্চুপ থাকাটা কিছুতেই সমীচীন হবে না। আমি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে হাজির হয়েছি এবং তাঁর ওসীলায় প্রার্থনা করেছি। আজ যদি তার দ্বীনে কোন আঘাত আসে আর আমি নিশ্চুপ বসে থাকি, তাহলে নিশ্চয় আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। শিকারী কুকুরের কাজ হলো মুনিবের ঘরে চোর আসলে কমছেকম ডাক দিয়ে তাড়িয়ে

www.AmarIslam.com
click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেয়া। তদ্রূপ আমিও আমার সাধ্যমত আল্লাহর নামের উপর ভরসা করে এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি রচনা করলাম। এ পুস্তিকাটি আমার 'জাআল হক' ও সালতানাতে মুস্তাফার একই পদ্ধতিতে রচিত। অর্থাৎ ওসীলার মাসআলাটি দু অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে কুরআন-হাদীছ ও বুজুর্গানে কিরামের ওসীলা প্রমাণ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরোধিতাকারীদের বিভিন্ন আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

এ পুস্তিকাটির নামকরণ করা হয়েছে আওলিয়ায়ে কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত। হে আল্লাহ, একে আপনার হাবীবের ওসীলায় গ্রহণ করতঃ ছদকায়ে জারিয়ায় পরিণত করুন এবং আমার গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে কবুল করুন। যে সব মুসলমান ভায়েরা এটি পাঠে উপকৃত হবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন যেন ঈমানের সাথে আমার মৃত্যু নসীব হয়। একান্ত এ আশায় আমি এ কষ্টটুকু করলাম।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ- وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ- اٰمِيْن اٰمِيْن اٰمِيْن يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ وَيَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ-

অধম-

আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী

www.AmarIslam.com

প্রথম অধ্যায়

ওসীলার প্রমাণ

আল্লাহ তায়ালার মকবুল বান্দাগণ, তাঁদের সত্ত্বা, তাঁদের নাম ও তাঁদের তবারুকসমূহ হচ্ছে সৃষ্টিকুলের ওসীলা। তার প্রমাণ পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ, নবী করীমের হাদিস সমূহ, বুজর্গদের অভিমত সমূহ, উম্মতের ঐক্যমত (ইজমা) যুক্তিভিত্তিক প্রমাণদি, এমন কি বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত সমূহ থেকেও পাওয়া যায়।

পবিত্র কুরআনের আলোকে

মহান প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

(১) وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا-

অর্থাৎ যখন এ সব লোক নিজেদের আত্মাসমূহের উপর অত্যাচার করে (হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)) যদি আপনার দরবারে এসে হাজির হয়ে যায় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আপনিও (ইয়া রাসুলাল্লাহ!) তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে এরা আল্লাহর তায়ালাকে তওবা কবুলকারী, মেহেরবান পাবে। (সুরা নিসাঃ পারা-৫, রুকু-৫)

এ আয়াতে করীমা দ্বারা এ কথা জানা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক গুনাহগারের জন্য প্রত্যেক সময় কিয়ামত অবধি মাগফেরাত (ক্ষমা) এর ওসীলা। ظَلَمُوْا (অর্থাৎ যারা জুলুম করেছে) এর মধ্যে কোন শর্তারোপ (قيد) নেই বরং সাধারণ অনুমতি রয়েছে।

অর্থাৎঃ- প্রত্যেক ধরণের গুনাহগার আপনার দরবারে উপস্থিত হোক।

(২) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং প্রতিপালকের প্রতি ওসীলা তালাশ কর এবং তার পথে জেহাদ কর; যাতে করে তোমরা সফলকাম হও। (সুরা মায়েদা, পারা-৬, রুকু-৬)

এ আয়াতে করীমা থেকে বুঝা গেল যে, আমলসমূহ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের ওসীলা তালাশ করা অপরিহার্য। কেননা (আয়াতে লক্ষণীয় যে) আমলসমূহের কথাতো اِتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহকে ভয় কর) তে উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু এর পর ওসীলা তালাশ করার হুকুম দিয়েছেন। তাই বুঝা গেল যে, এ ওসীলা হচ্ছে আমলসমূহের অতিরিক্ত।

(৩) خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ–

অর্থাৎ হে মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সে সব মুসলমানের সম্পদরাজির ছদকা গ্রহণ করুন এবং তা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করুন, আর এদের জন্য মঙ্গল কামনা করুন; কেননা আপনার দোয়া হচ্ছে তাদের অন্তরের প্রশান্তি। (পারা-১১, রুকু-১১, সুরা তাওবা)

বুঝা গেল যে, সদকা খায়রাত, সৎকর্মসমূহ পবিত্রতার যথেষ্ট ওসীলা বা মাধ্যম নয়; বরং পবিত্রতা তো হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অনুগ্রহের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

(৪) هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ–

অর্থাৎ মহান প্রতিপালক সে-ই শক্তিমান, যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে, তাদেরই মধ্যে থেকে রসুল প্রেরণ করেছেন; যিনি তাদের কাছে পরওয়ারদেগারের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত (আবৃত্তি) করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব (কুরআন) ও হেকমত বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। (পারা-২৮, সুরা-জুমা) বুঝা গেল যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পাক পবিত্র করেন। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত সমূহের মাধ্যম।

(৫) وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ এ কিতাবীগণ (ইহুদী ও খৃষ্টান) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শুভাগমনের পূর্বে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলা দিয়ে বিজয়লাভের দোয়া করত। (পারা-১, রুকু-১, সুরা- বাকারা) অতএব বুঝা গেল যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শুভাগমনের পূর্বে আহলে কিতাব তাঁর নামের ওসীলায় যুদ্ধসমূহে বিজয়লাভের দোয়া করত এবং কুরআন এ করীম তাদের এ কর্মের উপর আপত্তি করেনি বরং সমর্থন করেছে এবং বলেছে যে, তাঁর নামের ওসীলায় তোমরা দোয়া প্রার্থনা করতে। এখন তাঁর উপর ঈমান আনছ না কেন?

www.AmarIslam.com

বুঝা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র নাম আদিকাল হতে সবসময় ওসীলা হিসেবে ব্যবহৃত।

(৬) فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) স্বীয় পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে কতেক 'কলেমা' (প্রার্থনাবাক্য) পেয়েছেন, যে গুলোর ওসীলা নিয়ে দোয়া করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর 'তাওবা' কবুল করেছেন। (পারা-১, রুকু-১, সুরা-বাকারা) অনেক সম্মানিত তফসীরকার বলেন, হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর 'নামের' ওসীলায় দোয়া করেছেন, যা কবুল হয়েছে। বুঝা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্মানিত নবীগণ (আলাইহিস সালাম) এরও ওসীলা।

(৭) قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا

অর্থাৎ আমি আপনার চেহারা আসমানের দিকে ফিরাতে বারংবার প্রত্যক্ষ করছি। আচ্ছা আমি আপনাকে ঐ কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যার প্রতি আপনি রাজী আছেন। (পারা-২, রুকু-১, সুরা- বাকারা) বুঝা গেল যে, 'কিবলা পরিবর্তন' শুধু এজন্য হয়েছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এটা ইচ্ছা ছিল। কা'বা মুয়াজ্জামা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় 'কিবলা' হয়েছে। যখন কা'বা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলার মুখাপেক্ষী তখন আমাদের ও তোমাদের মত নগণ্যের কি প্রশ্ন থাকতে পারে?

(৮) وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا

অর্থাৎ হযরত খিযীর (আলাইহিস সালাম) দেয়ালের কথা উল্লেখ করে মুসা (আলাইহিস সালাম) কে বললেন-এই দেয়ালের নীচে দুটি এতিম শিশুর ধনাগার রয়েছে। তাদের পিতা সৎ ব্যক্তি ছিলেন। এজন্য আপনার প্রতিপালক চান যে, এদের ধনাগার রক্ষিত থাকুক এবং এরা যুবক হয়ে স্বীয় ধন বের করে নেবে। (পারা-১৬, রুকু-১, সুরা-কাহাফ) জানা গেল যে, এতিম শিশুদের উপর পরম

www.AmarIslam.com
click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করুণাময়ের এ অনুগ্রহ হয়েছে যে এদের ভগ্ন দেয়াল সংস্কারের জন্য দুজন মকবুল বান্দা প্রেরিত হয়েছেন। তার কারণ এ ছিল যে, এদের পিতা পূণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। পূণ্যবান পিতার ওসীলায় আওলাদের উপর আল্লাহর তায়ালার অনুগ্রহ হয়।

(৯) أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ–

অর্থাৎ ঐ মকবুল বান্দাগণ, মুর্তিপূজারীরা যাঁদের উপাসনা করছে, তাঁরা নিজে স্বীয় প্রভূর নিকট ওসীলা তালাশ করছেন যে, তাঁদের মধ্যে কে অধিক নৈকট্য প্রাপ্ত। (তাঁরা) তাঁর করুণার আশা রাখেন এবং তাঁর শাস্তি থেকে ভয় করেন। (পারা-১৫, রুকু-৫, সুরা- বনি ইসরাইল) বুঝা গেল যে, কাফেরগণ নেকবান্দাদের পূজা করছিল। নেক বান্দাগণ তাঁদের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক নৈকট্য ব্যক্তির ... ওসীলা তালাশ করছেন। আল্লাহ তায়ালা এ ওসীলা তালাশের উপর আপত্তি করেন নি।

(১০) وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ– لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا–

অর্থাৎ যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ ও কিছু সংখ্যক মুসলমান স্ত্রীলোক না হত, যাদেরকে তোমরা জাননা! (যদি এ বিষয়ের আশংকা না হত) যে, তোমরা তাদেরকে নিষ্পেষণ করে ফেলতে। অতঃপর তোমাদের উপর ধ্বংস এসে পড়তো তাদের অজ্ঞাতসারে। (বিজয়তো হয়ে যেত) কিন্তু, এতে বিলম্ব এ জন্য হয়েছে যাতে আল্লাহ যাকে চান আপন রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। যদি ঐ মুসলমান কাফেরদের থেকে পৃথক হয়ে যেত তবে আমি কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম। (পারা-২৬, রুকু-১০, সুরা-ফাতাহ) বুঝা গেল যে, মক্কার কাফেরগণ আযাব হতে নিরাপদে থাকার কারণ এ যে, তাদের এলাকায় কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়ে গিয়েছিল। শহরে আল্লাহর নেক বান্দাদের অস্থিত্ব, বেদ্বীনদের নিরাপত্তার ওসীলা হয়ে থাকে।

(১১) وَقَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا

অর্থাৎ বিজয়ী লোকেরা বলল যে, আমরা "আসহাবে কাহাফ" এর উপর (পাশে) মসজিদ নির্মাণ করব। (পারা-১৫, রুকু-১৪, সুরা-কাহাফ) জানা গেল যে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বুজুর্গদের কবর সমূহের নিকট মসজিদ নির্মাণ করা উত্তম, যাতে তাঁদের ওসীলায় নামাজের মধ্যে বরকত হয়, এবং অধিক কবুল হয়। কুরানে করীম আসহাবে কাহাফের গুহার উপর মসজিদ নির্মাণের (ঘটনা) কথা বর্ণনা করেছে এবং তা খণ্ডন করেনি। যদ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের এ কাজ আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হয়েছে।

(১২) اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) আপন ভাইদের বললেন যে আমার জামা নিয়ে যাও এবং আমার সম্মানিত পিতার চেহারার উপর রাখ, তার চক্ষুদ্বয় দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। (পারা-১৩, রুকু-১০, সুরা-ইউসুফ) জানা গেল যে, বুজর্গদের পোষাকের ওসীলায় দুঃখ দূর হয়ে যায় ও আরোগ্য লাভ হয়।

(১৩) لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ

অর্থাৎ আমি শপথ করছি এ মক্কা নগরীর। হে মাহবুব (আলাইহিস সালাম) এতে আপনি তশরীফ রেখেছেন। (পারা-৩০, সুরা-বালাদ) জানা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় মক্কা মুকাররমার এ শ্রেষ্টত্ব অর্জিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এর নামে শপথ করেছেন।

(১৪) وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ

অর্থাৎ আঞ্জির (ফলবিশেষ) 'যতুন' ও 'তুর' এর এবং এ নিরাপত্তাসম্পন্ন নগরীর শপথ। জানা গেল যে, হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর ওসীলায় "আঞ্জির" ও তুর পর্বতের সম্মান অর্জিত হয়েছে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় মক্কা শরীফের এমন বরকত অর্জিত হয়েছে যে, এর শপথ মহান প্রভু করেছেন। এতে আরও প্রমাণিত হলো যে, ওসীলার দ্বারা প্রাণহীন বস্তুগুলোও উপকৃত হয়। (উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের বিস্তারিত বর্ণনা কানযুল ইরফান ও মুখতারুল তাফাসীরে (বাংলা) দেখুন)

(১৫) اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ–

অর্থাৎ হযরত শামভীল (আলাইহিস সালাম) বনী ইসরাইলকে বললেন যে, তালুত এর বাদশাহীর প্রমাণ এ যে, তার নিকট "তাবুতে সকীনা" (প্রশান্তির সিন্ধুক) আসবে, যার মধ্যে হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) ও হারুন (আলাইহিস সালাম) এর "তাবারুক সমূহ" আছে। এটাকে ফেরেস্তাগণ (আলাইহিমুস সালাম)

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বহন করবেন। (পারা-২, রুকু-১৫, সুরা-বাকারা) আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলকে এমন সিন্দুক দিয়েছিলেন যার মধ্যে হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এঃসেন্ডল মুবারক, হযরত হারুন (আলাইহিস সালাম) এর দস্তার মুবারক এবং অন্যান্য তবারুকসমূহ ছিল যেটা বনী ইসরাইলগণ যুদ্ধের অভিযানে সামনে রাখতো; যার বরকতে শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করতো।

জানা গেল যে, বুজর্গদের তবারুক সমূহের ওসীলায় বিপদাপদ দূরীভূত হয়, সমস্যাবলীর সুমাধান হয়।

(১৬) اِنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) ইরশাদ করলেন যে, আমি মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরী করি। তারপর তম্মধ্যে ফুৎকার দি, যদ্বারা সেটা পরওয়ারদেগারের হুকুমে পাখী হয়ে যায়। (পারা-৩, রুকু-১২, সুরা- আল ইমরান)

জানা গেল যে, বুজর্গদের ফুকের ওসীলায় মাটির মধ্যে প্রাণ এসে যায় এবং রোগাক্রান্তগণ আরোগ্য লাভ করে।

(১৭) فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ

অর্থাৎ সামেরী বলল যে, আমি হযরত জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) এর ঘোটকীর পদাংক হতে এক মুষ্টি (মাটি) নিলাম এবং স্বর্ণের বাছুরের মুখে স্থাপন করলাম, তখন বাছুর আওয়াজ দিতে আরম্ভ করল। (পারা-১৬, রুকু-১৩, সুরা-তোয়াহা)

জানা গেল যে, হযরত জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) এর ঘোটকীর পায়ের নীচের মাটির ওসীলায় স্বর্ণের প্রাণহীন বাছুরের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হলো।

(১৮) قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ

অর্থাৎ- বলেদিন তোমাদেরকে মালাকুল মউত ওফাত দেবে; যাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে। (পারা-২১, রুকু-১৩, ছুরা-ছাজদা)

জানা গেল যে, হযরত মালেকুল মউত (আলাইহিস সালাম) এর ওসীলায় প্রাণ বের হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১৯) قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

অর্থাৎ হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) হযরত মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) কে বললেন যে, আমি তোমাদের প্রভুর দূত হই। এজন্য এসেছি যে, তোমাকে পবিত্র পুত্র দান করব। (পারা-১৬, রুকু-১৪, ছুরা-মরিয়ম)।

জানা গেল যে, হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) এর ওসীলায় পুত্র অর্জিত হয়েছে।

(২০) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেবেন না এ অবস্থায় যে আপনি (হে মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)) তাদের মধ্যে থাকছেন। অর্থাৎ মক্কাবাসী আজাব হতে এ কারণে বেঁচে আছে যে, আপনি তাদের মাঝে সসম্মানে উপস্থিত আছেন। (পারা-৯, রুকু-১৭, সুরা- আনফাল)।

জানা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বরকতময় সত্ত্বা হচ্ছে আল্লাহর শাস্তি হতে নিরাপত্তার ওসীলা।

(২১) وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا- اَلخ

অর্থাৎ- 'আর যখন তোমরা (বনী ইসরাইল) বলেছ, হে মুসা, আমরা এক প্রকার খাবার (মান্না সলওয়া) এর উপর কখনও সবর করব না। স্বীয় প্রভুর নিকট দোয়া করুন, যেন আমাদের জন্য ভূমির ফসল উৎপাদন করেন। (পারা-১, রুকু-১১, সুরা-বাকারা) জানা গেল যে, বনী ইসরাইলগণ যখন কোন কথা পরওয়ারদেগারের নিকট আরজ করতে ইচ্ছা করত, তখন হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর ওসীলায় করত।

(২২) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ

অর্থাৎ হযরত মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) কে অমৌসুমী ফল খেতে দেখে হযরত যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) এর নিকট দাঁড়িয়ে সন্তানের জন্য দোয়া প্রার্থনা করলেন। (পারা-৩, রুকু-১১, সুরা- আলে ইমরান)

জানা গেল যে, বুজর্গদের নিকট দোয়া প্রার্থনা করা অধিক কবুল হওয়ার কারণ বা মাধ্যম।

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পবিত্র হাদিছ শরীফের আলোকে

(১) মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মধ্যে হযরত সুরাইহ ইবনে ওবাইদ (রাদি আল্লাহু আনহু) হতে হযরত আলী মুরতাজা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) চল্লিশ জন "আবদাল" সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

يُشقى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْصَرِبِهِمْ عَلٰى الْاَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ بِهِمْ عَنْ اَهْلِ الشَّامِ الْعَذَابُ

অর্থাৎ এ চল্লিশজন আবদালের ওসীলায় বৃষ্টি হবে, শত্রুদের উপর বিজয় অর্জন করা যাবে এবং সিরিয়াবাসীদের থেকে আযাব দূরীভূত হবে। (মিশকাত শরীফ, ইয়ামেন ও শামের আলোচনা অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা প্রিয় বান্দাদের ওসীলায় বৃষ্টি, বিজয়, সাহায্য অর্জন এবং বিপদ দূরীভুত হয়।

(২) দারেমী শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার মদীনা শরীফে অনাবৃষ্টি হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। লোকেরা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর নিকট (এ সম্পর্কে) আরজ করলে তিনি বললেন-

اُنْظُرُوْا الٰى قَبْرَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوْا مِنْهُ كُوًى اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى لَايَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوْا فَمُطِرُوْا مَطَرًا حَتّٰى يَكُوْنَ نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْاِبِلُ حَتّٰى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّىَ عَامُ الْفَتْقِ-

অর্থাৎ- হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) বললেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রওযার ছাদ উন্মুক্ত করে দাও, যেন নুরানী কবর ও আসমানের মধ্যে ছাদ বাঁধা হয়ে না থাকে। অতঃপর লোকেরা তেমনই করল। তখন মুহূর্তের মধ্যে এমন প্রবল বৃষ্টি হলো, উদ্ভিদ জন্মালো যার ফলে উট এমন হৃষ্টপুষ্ট হলো যেন চর্বিতে ভরে গেল।

জানা গেল যে, আল্লাহর প্রিয়জনদের কবরের ওসীলায় বারিধারা আসে।

(৩) "শরহে সুন্নাহ" এর মধ্যে আবি মুনকাদির (রাদি আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর গোলাম হযরত ছফীনা (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর যুগে

www.AmarIslam.com

গ্রেফ়তার হয়েছিলেন। তিনি কয়েদ থেকে পালাচ্ছেন। হঠাৎ একটা বাঘ সামনে এসে গেল। তিনি বাঘকে বললেন-

يَااَبَا الْحَارِث! اَنَا مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ اَمْرِىْ كَيْتَ فَاَقْبَلَ الْاَسَدُ لَهُ بَصْبَصَةٌ حَتّٰى اَقَامَ اِلٰى جُنْبِهِ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا اَهْوٰى اِلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِىْ اِلٰى جُنْبِهِ حَتّٰى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ الْاَسَدُ-

হে ব্যাঘ্র! আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর গোলাম হই। আমার ঘটনা এরকম। এটা শুনে বাঘ লেজ নাড়তে নাড়তে হযরত ছফিনা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর নিকট আসলো এবং সাথে সাথে চলল। যখন কোন আওয়াজ শুনত তখন তাড়াতাড়ি এদিক ওদিকে গিয়ে পালাতো এবং পুনরায় হযরত ছফীনা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর নিকট এসে যেত। মোট কথা বাঘটা সাধ্যমত তার হেফাজত ও খেদমতে আত্মনিয়োগ করলো এ পর্যন্ত যে, তিনি মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে পৌছে গেলেন। তৎপর বাঘটা ফিরে গেল।

জানা গেল যে, হুজুর পুর নুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় বাঘও অনুগত হয়ে যায় এবং হুজুরের গোলামদেরকে পৌঁছিয়ে দেয়।

(৪) মুসলিম ও বুখারী এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র মেরাজের রাত্রে পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায ফরজ হয়েছিল।

فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَ اُمِرْتَ؟ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِيْنَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَاتَسْتَطِيْعُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِاُمَّتِكَ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আমি ফিরবার সময় যখন মুসা (আলাইহিস সালাম) এর পার্শ্ব অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আদেশ লাভ করেছেন? (হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)) বললেন- প্রত্যহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের। (মুসা আলাইহিস সালাম) বললেন-হুজুর! আপনার উম্মতের মধ্যে এতটুকু শক্তি নেই। আমি বনী ইসরাইলকে পরীক্ষা করেছি। আপনার উম্মতের জন্য পরওয়ারদেগারের নিকট [illegible] প্রার্থনা করুন। (যেন পঞ্চাশ থেকে কমিয়ে দেন)। (মিশকাত শরীফ,

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মেরাজের অধ্যায়)

অতঃপর বারবার অনুরূপ আরজ করায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই বাকী রইল। (অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন)।

জানা গেল যে, হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম এর ওসীলায় এ অনুগ্রহ ও কৃপা লাভ হয়েছে যে, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে শুধু পাঁচ (ওয়াক্ত) অবশিষ্ট রইল। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের ওসীলা তাদের ওফাতের পরও কল্যাণকর হয়ে থাকে।

(৫) মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তখন জুমার দিন খুৎবার মধ্যে একব্যক্তি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে আরজ করলেন। অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ঐ অবস্থায় দোয়ার জন্য হাত মুবারক উত্তোলন করলেন-

فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَ السَّحَابُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهٖ حَتّٰى رَاَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ-

আল্লাহর শপথ, এখনও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দোয়ার পবিত্র হস্ত নামেনি, এদিকে পাহাড়ের মত মেঘ উঠল এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মিম্বর শরীফ হতে অবতরণ করেননি, এ দিকে বৃষ্টির পানি তাঁর দাড়ি মুবারক দিয়ে টপকে পড়ছিল।

সাত দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন পরবর্তী জুমায় অতিবৃষ্টির অভিযোগ করা হলে-

فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ اِلَّا انْفَرَجَتْ

তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দোয়ার জন্য হস্ত উত্তোলন করলেন এবং আরয করলেন হে মওলা! এখন আমাদের উপর বর্ষণ বন্ধ হোক। তৎপর মেঘকে যেদিকে ইশারা করতেন সেদিকে কেটে যেত। (মিশকাত শরীফ, মু'জেযা অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম বিপদসমূহের সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলা অবলম্বন করতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৬) মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন- اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّاللّٰهُ يُعْطِىْ

আমি বন্টনকারী এবং আল্লাহ দিতে থাকেন (মিশকাত শরীফ ইল্‌মের অধ্যায়) বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ হুজুর পুর-নুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বন্টন করেন এবং বন্টনকারী ওসীলা হয়ে থাকেন। অতএব, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্রষ্টার প্রত্যেক নেয়ামতের ওসীলা।

(৭) মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত মায়েয (ইবনে মালেক) (রাদি আল্লাহু আনহু) হতে একটি বড় পাপ সংঘটিত হয়ে গেল। তখন তিনি রসুল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন-

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ طَهِّرْنِىْ

হে আল্লাহর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে পবিত্র করুন। (মিশ্‌কাত শরীফ শাস্তির অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) প্রতিপালকের অবাধ্যতা করে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করতেন যে, আমাদেরকে পবিত্র করুন। কেননা, তাঁরা হুজুর আন্‌ওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে নাজাতের ওসীলা হিসেবে জানতেন।

(৮) মুসলিম শরীফ "বাবুস সুজুদ" (সেজদার অধ্যায়) এ বর্ণিত আছে যে, হযরত রবীয়া ইবনে কা'ব (রাদি আল্লাহু আনহু) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে আরয করলেন- اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ

ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমি আপনার দরবারে প্রার্থনা করছি যেন বেহেস্তে আপনার সাথে থাকি।

বুঝা গেল যে, সম্মানিত সাহাবাগণ (রাদি আল্লাহু আনহুম) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে প্রতিপালকের সকল নেয়ামত, এমন কি বেহেস্ত অর্জনের ওসীলা মনে করে হুজুর পুর-নুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে প্রার্থনা করতেন।

(৯) তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত কবসা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ঘরে তার মশকে (চামড়ার তৈরী পানির থলে) মুখ মুবারক লাগিয়ে পানি পান করলেন।

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

فَقُمْتُ اِلَيْهَا فَقَطَعْتُهُ

আমি ঐ মশকের মুখ কেটে নিলাম। (মিশকাত-বাবুল আশ্‌রেব) এর ব্যাখ্যায় "মিরকাত শরহে মিশকাত" এর মধ্যে হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন-

اَىْ فَمُ الْقِرْبَةِ فَحَفِظْتُهُ فِىْ بَيْتِىْ وَاتَّخَذْتُهُ شِفَاءً

অর্থাৎঃ মশকের মুখ কেটে নিয়ে ঘরে সংরক্ষিত রেখেছি। যাতে এর দ্বারা আরোগ্য অর্জন করা যায়।

বুঝা গেল যে, সাহাবীরা এ মশকের মুখ দ্বারা রোগাক্রান্তদের আরোগ্য করতেন এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে স্পর্শ হবার বরকতে এ চামড়াকে আরোগ্য অর্জনের ওসীলা মনে করতেন।

(১০) মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর নিকট, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জুব্বা শরীফ ছিল এবং তিনি বলতেন-

هٰذَا جُبَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضٰى نَسْتَشْفِىْ بِهَا-

এ জুব্বা শরীফ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর নিকট ছিল। তাঁর ওফাতের পর আমি এটা নিয়ে নিয়েছি। এ জুব্বা শরীফ নবী করিম(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পরিধান করতেন। আর এখন আমরা এ কাজ করি যে, মদীনা শরীফে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তাকে এটা ধুয়ে পান করাই। এতে আরোগ্য হয়ে যায়। বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শরীর মোবারকের সাথে সম্পর্কিত জুব্বা শরীফকে আরোগ্যের ওসীলা মনে করে এটা ধুয়ে পান করতেন।

(১১) নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের একটি দল হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হলো . এবং আরজ করল যে, আমাদের নগরীতে ইবাদতখানা হচ্ছে "বি আ" (ইহুদীদের উপসানাগার), আমরা ইচ্ছা করছি যে, এটা ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণ করব-

فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُوْرِهٖ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاءَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ اَرْصَبَّهُ لَنَا فِىْ اِدَاوَةٍ وَاَمَرَنَا فَقَالَ اِخْرُجُوْا فَاِذَا اَتَيْتُمْ اَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ وَانْضِحُوْا مَكَانَهَا بِهٰذَا الْمَاءِ وَتَخِذُوْهَا مَسْجِدًا

আমরা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে তাঁর "গাসালা মুবারক" (ব্যবহারকৃত পানি) এর জন্য ফরিয়াদ করলাম। তখন তিনি পানি আনায়ে ওযু করলেন এবং কুল্লি করলেন। আর কুল্লি ও ওযুর এ পানিটুকু একখানা পাত্রে ঢেলে আমাদেরকে দান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, যাও, আপন বি'আতে এ পানি ছিটে দাও এবং ঐখানে মসজিদ নির্মাণ কর। (মিশকাত শরীফ-মসজিদের অধ্যায়।)

বুঝা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ব্যবহৃত পানি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা দূর করার ওসীলা।

(১২) "ইবনুল বার (রহমতুল্লাহে আলাইহে) কিতাবুল ইস্তিশাব-ফি মা'রাফাতীল আসহাবে" লিখেছেন যে, হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) ইন্তেকালের সময় ওসিয়ত করেছেন "আমাকে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একখানা কাপড় দান করেছিলেন। আমি এ দিনের (অর্থাৎ মৃত্যুর দিন) জন্য রেখে দিয়েছি। এ কাপড়খানা যেন আমার কাফনের নিচে রাখা হয়।"

خُذْ ذٰلِكَ الشَّعْرَ وَالْاَظْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِىْ فَمِىْ وَعَلٰى عَيْنَىْ وَمَوَاضِعِ السُّجُوْدِ مِنِّىْ-

এবং "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এ চুল মুবারক ও নখ মুবারক নাও। এবং এগুলো আমার মুখে, চক্ষুদ্বয়ে ও সেজদার স্থানে রেখে দিও।"

বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম তবারুক সমূহকে কবরে শান্তির ওসীলা মনে করে নিজেদের কবর সমূহে সংগে নিয়ে যেতেন। (আল্-হারফুল হাসান)

(১৩) মুহাদ্দিস আবু নঈম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) "মাবাফাতুস সাহাবাতে" ও মুহাদ্দিস দায়লমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) "মসনদুল ফেরদাউসে" বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাইয়্যাদুনা হযরত আলী মুর্তুজা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সম্মানিতা মাতা হযরত ফাতেমা বিন্‌তে আসাদকে স্বীয় জামা দিয়ে কাফন দিয়েছেন এবং বেশ কিছুক্ষণ তাঁর কবরে শুয়ে আরাম

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

করেছেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন-

اِنِّىْ اَلْبَسْتُهَا لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَاضْطَجَعْتُ مَعَهَا فِىْ قَبْرِهَا لِاُخَفِّفُ عَنْهَا عَنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ-

আমি আমার চাচী সাহেবাকে স্বীয় জামা এজন্য পরিধান করিয়েছি, যাতে তাকে জান্নাতের পোষাক পরিধান করানো হয় এবং তাঁর কবরে এজন্য আরাম করেছি যাতে তিনি কবরের সংকোচন হতে নিরাপত্তা পান।

বুঝা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুবারক পোষাক বেহেশ্‌তী পোষাক অর্জনের ওসীলা এবং যে স্থানে তাঁর "পবিত্র চরণ" পড়বে, ওটা মুসিবত থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

(১৪) মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে-

اِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ بِاٰنِيَتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ يَاْتُوْنَ بِاِنَاءٍ اِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيْهَا-

অর্থাৎ যখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামায পড়তেন তখন মদীনা শরীফের শিশুরা পাত্রসমূহ নিয়ে আসতেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেকের পাত্রে হাত মুবারক ডুবাতেন।

বুঝা গেল যে, মদীনাবাসীগণ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হাত মুবারকের বরকতকে রোগাক্রান্তদের আরোগ্য লাভের ওসীলা মনে করতেন এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ও তাদেরকে নিষেধ করতেন না। বরং স্বীয় হাত মুবারক পানিতে ডুবিয়ে দিতেন।

(১৫) মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন-

يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْا فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ فَيَقُوْلُوْنَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ صَاحِبِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ-

মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যে, তারা জেহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসিত হবে-তোমাদের মধ্যে রসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কোন সাহাবী আছে? উত্তর দেয়া হবে হাঁ। ঐ সাহাবীর ওসীলায় বিজয় লাভ হবে।

বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের ওসীলায় জেহাদে বিজয় অর্জিত হয় এবং তাঁদের ওসীলা গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে। অত্র হাদীসে তাবেয়ীন ও তা'বে তাবেয়ীনের ওসীলার কথাও উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ওলীগণের ওসীলায় বিজয় ও সাহায্য অর্জিত হয়।

(১৬) বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন-

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের বিজয় লাভ হতো না এবং জীবিকা অর্জিত হতো না কিন্তু অসহায় ঈমানদারদের বরকতে ও ওসীলায়। (মিশকাত শরীফ বাবু ফাজলীল ফোকরা)

বুঝা গেল যে, গরীব অসহায়দের ওসীলায় বৃষ্টি হয়, জীবিকা অর্জিত হয়, বিজয় ও সাহায্য লাভ হয়।

(১৭) তিরমিযী শরীফ, আবুদাউদ ও ইবনে মাজা শরীফ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন-

شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ

অর্থাৎ আমার সুপারিশ ও শাফায়াত আমার উম্মতের গুনাহ কবীরাকারীদের জন্য। মিশকাত-বাবুল শাফায়াত) এর ব্যাখ্যায় আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) "লোমায়াত শরহে মিশকাত" এর মধ্যে বলেন-

اَىْ لِوَضْعِ السَّيِّئَاتِ وَاَمَّا الشَّفَاعَةُ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ فَلِكُلٍّ مِنَ الْاَتْقِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ-

অর্থাৎ পাপীদের জন্য ক্ষমা করে দেয়ার সুপারিশ করা হবে। কিন্তু মরতবা ও মর্যাদা উচ্চ করার শাফায়াত তো প্রত্যেক পরহেজগার ও ওলীর জন্য রয়েছে।

বুঝা গেল প্রত্যেক স্তরের ঈমানদার হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলার মুখাপেক্ষী। অসংখ্য অসৎ মানুষও হুজুর পুর নুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশ দ্বারা বেহেস্তী হয়ে যাবে এবং কোন ওলীও হুজুর আকদাস (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হতে বেপরওয়া নয়। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাঁর মুহ্‌তাজ)

www.AmarIslam.com click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\) www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১৮) ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন-

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلٰثَةٌ – اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তিন সম্প্রদায় শাফায়াত করবে (১) আম্বিয়া কেরাম (২) ওলামায়ে কেরাম ও (৩) শহীদগণ। (মিশকাত শরীফ, বাবুশ শাফায়াত)

প্রিয় পাঠকগণ, বুঝা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম ও শহীদগণ সকল মুসলমানের জন্য মুক্তির ওসীলা।

(১৯) তিরমিযী শরীফ, দারমী শরীফ ও ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ اَكْثَرُ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ

অর্থাৎ আমার জনৈক উম্মতের সুপারিশে বনী তামীম গোত্রের মানুষ থেকে অধিক সংখ্যক লোক বেহেস্তে যাবে। (মিশকাত শরীফ-শাফায়াতের অধ্যায়)

এর ব্যাখ্যায় "মিরকাত শরহে মিশ্‌কাত" এ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন–

قِيْلَ الرَّجُلُ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ قِيْلَ اُوَيْسُ قَرْنِىْ وَقِيْلَ غَيْرُهُ-

অর্থাৎ কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন- ঐ ব্যক্তি হলেন হযরত ওসমান গনি (রাদি আল্লাহু আনহু) আর কেউ কেউ বলেন- ঐ ব্যক্তি হলেন হযরত ওয়াইস ক্বরনী (রাদি আল্লাহু আনহু) আর কেউ কেউ বলেন অন্য কোন বুজুর্গ হবেন।

বুঝা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতও নাজাতের ওসীলা।

(২০) "শরহে সুন্নাহ" নামক হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একবার হুজুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কোথা তশরীফ নিচ্ছিলেন। তখন একটি উট যা ক্ষেতে কর্মরত ছিল, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দেখেল তাঁর হাঁটু মুবারকের উপর মুখ রেখে ফরিয়াদ জানাল। সরকারে দো-আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তার মালিককে ডেকে বললেন-

اِنَّهُ شَكٰى كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَاَحْسِنُوْا اِلَيْهِ

এ উটটি অভিযোগ করছে যে, তুমি এর দ্বারা অতিরিক্ত কাজ নিয়ে থাক এবং

www.AmarIslam.com

খাদ্য কম দিয়ে থাক। এর সাথে সদ্ব্যবহার কর। (মিশকাত শরীফঃ মো'জেজার অধ্যায়)

বুঝা গেল যে, বুদ্ধিহীন জীবও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে প্রয়োজন মিটানোর ওসীলা মনে করে। তাই, যে মানুষ হয়ে "ওসীলাকে" অস্বীকার করে, সে উটের চেয়েও অধিকতর বিবেকহীন নয় কি?

(২১) হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় আবু লাহাবের শাস্তির কিছু হ্রাস হয়েছে। কেননা তার দাসী ছোয়াইবা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দুধ পান করিয়েছিল। (বুখারী শরীফঃ কিতাবুল রিদা)

বুঝা গেল যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলা এমন নেয়ামত, যার উপকার আবু লাহাবের ন্যায় কট্টর কাফির মরদুদও কিছু পেয়েছে। মুসলমানতো হচ্ছে তাঁর একান্ত অনুগত।

(২২) বুখারী শরীফে মসজিদ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) হজ্বে যাবার পথে ঐ সকল স্থানে নামায পড়তেন, যে সব স্থানে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হজ্বের সময় নামায পড়েছিলেন। বুখারী শরীফে এসব স্থানেরও উল্লেখ রয়েছে। বুঝা গেল, যে স্থানে বুজুর্গব্যক্তি ইবাদত করেন ঐ স্থানটি কবুলিয়াতের (গ্রহণযোগ্যতার) ওসীলা হয়ে যায়।

বুজর্গানে দ্বীনের অভিমতসমূহ

সাহাবায়ে কেরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) হতে আজ পর্যন্ত সকল মুসলমানের আক্বিদা হলো যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টির জন্য "মহান ওসীলা" এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তোফায়েলে ওলীগণ এবং ওলামায়ে কেরামও ওসীলা।

আমি সম্মানিত সাহাবীগণের অভিমত ও আমল "হাদিছসমূহের" অধ্যায়ে বর্ণনা করে এসেছি। এখন ওলামায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে কেরামের অভিমত দেখুন এবং নিজ ঈমানকে সজীব করে তুলুন।

(১) হুজুর গাউছুছ ছাক্বালাইন মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জীলানী বাগদাদী (রাদি আল্লাহু আনহু) স্বরচিত 'ক্বছিদায়ে গাউছিয়ার' মধ্যে খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ বর্ণনা করে এরশাদ করেন-

وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَاِنِّىْ – عَلٰى قَدَمِ النَّبِىِّ بَدْرِ الْكَمَالِىْ

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আমি যে দুনিয়ার উপর রাজত্ব করছি এবং আমার আওতায় জমীন ও জমান (স্থান ও কাল) মকীন (বাসিন্দা) ও মকান (স্থান)। এর কারণ হলো এ যে, প্রত্যেক ওলী কোন না কোন নবী (আলাইহিস সালাম) এর পদাঙ্কের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁর প্রকাশক হয়ে থাকেন। আর আমি নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) চন্দ্র রসূলগণের সূর্য হুজুর মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুবারক কদমসমূহের উপর আছি।

বুঝা গেল যে, হুজুর গাউছে পাক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দৃষ্টিতে হুজুর মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অস্তিত্ব এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁর সকল মহান স্তর ঐ সরকারে দো-আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হতেই অর্জিত হয়েছে।

(২) ইমামদের ইমাম অর্থাৎ ইমাম আযম আবু হানিফা (রাদি আল্লাহু আনহু) "কাছিদায়ে নোমানে" ইরশাদ করেন-

اَنَا طَامِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ

لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ فِى الْاِنَامِ سِوَاكَ

অর্থাৎ- ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমি আপনার দানের আশা রাখি এবং সৃষ্টির মধ্যে আবু হানিফার জন্য আপনি ছাড়া কেউ নেই।

(৩) হযরত ইমাম বুসিরী "কাছিদায়ে বোরদা শরীফে" ইরশাদ করেন-

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ نُصْرَتُهُ

اِنْ تَلْقَهُ الْاُسْدُ فِي اٰجَامِهَا نَجَمْ

অর্থাৎ যার সাহায্য রসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) করবেন, সে বাঘের কবল হতেও বেঁচে যায়। বুঝা গেল যে, এ বুজর্গও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সকল মুসিবত দূরীকরণের ওসীলা মানেন।

উল্লেখ্য যে, এটা হুজুর মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে গৃহীত হয়েছে।

(৪) হযরত শেখ সা'দী সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) স্বরচিত কিতাব 'বোস্তায়' বলেন-

شنیدم که در روز امید وبیم

بداں را به نیکاں به بخشد کریم

অর্থাৎ আমি শুনেছি যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা নেকবান্দাগণের ওসীলায় পাপীদেরকে ক্ষমা করবেন।

বুঝা গেল যে, হযরত শেখ সাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ওলামা কেরাম ও পূণ্যবানদের ওসীলায় গুনাহগারদের ক্ষমা প্রাপ্তিকে মানেন।

(৫) হযরত শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহমতুল্লাহে আলাইহে) "পন্দে না'মা এ আত্তারে বলেন-

انکه آمد نو فلك معراج او

انبیاء واولیاء محتاج او

অর্থাৎ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এমন মহান শানের অধিকারী যে, নয়টা আসমানে মে'রাজ করেছেন এবং সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) ও ওলীগণ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী।

বুঝা গেল যে, হযরত শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহমতুল্লাহে আলাইহে) আম্বিয়া কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) ও আউলিয়া কেরামের ওসীলা মানেন।

(৬) আল্লামা আবদুর রহমান জা'মী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন-

اگر نام محمدرا نه آور دے شفیع آدم

نه آدم یافتے توبه نه نوح ازغرق نجینا

অর্থাৎ যদি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুবারক নামের ওসীলা নিয়ে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) তওবা না করতেন, তা'হলে তাঁর তাওবা কখনো কবুল হতো না। যদি না হযরত নুহ (আলাইহিস সালাম) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে ওসীলা গ্রহণ না করতেন তাহলে (মহাপ্লাবনে) নিমজ্জিত হওয়া থেকে মুক্তি পেতেন না।

বুঝা গেল যে, হযরত জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দোয়া কবুলের ও বিপদসমূহ থেকে রক্ষা পাবার ওসীলা মনে করেন।

(৭) হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) স্বরসিত মসনবী শরীফে বলেন-

www.AmarIslam.com
click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\) www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اے بسادر گور خفته خاك دار
به زصد احيا بنفع وابتشار
سايه اوبود وخاكش سايه مند
صد ہزاراں زنده درسايه ئے اند-

কবরে শায়িত অনেক বান্দা হাজার হাজার জীবিত ব্যক্তির চেয়ে অধিক উপকার করে থাকেন। তাঁদের কবরের মাটিও মানুষের উপর ছায়াদাতা। লাখো জীবিত ব্যক্তি এ কবরবাসীদের ছায়ায় রয়েছে।

বুঝা গেল যে, মৌলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাগণকে ওফাতের পর জীবিতদের জন্য ওসীলা মানেন।

(৮) “দরুদে-এ-তাজ” যা আউলিয়া কেরাম ও ওলামা কেরামের দরুদ ওজিফা, এতে বর্ণিত আছে- وَسِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ অর্থাৎ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া আখিরাতে আমাদের ওসীলা।

(৯) ‘মসনবী শরীফে’ আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন-

پيررا بگزيں كه بے پيراں سفر
ہست بس پر آفت وخوف وخطر
چون گرفتى پير ہيں تسليم شو
ہمچو موسى زيرحكم خضر رد
گرچه كشتى بشكند تودم مزن
گرچه طفلے راكشد تومو م كن

অর্থাৎ পীর গ্রহন কর। কেননা পরকালের সফর পীরহীন অবস্থায় অত্যন্ত ভয়ানক। আর যখন পীরের বায়াত গ্রহণ করবে, তখন তাঁর আদেশের এমন অনুগত হয়ে যাও, যেমন হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) এর অনুগত হয়েছিলেন। সুতরাং যদি পীর সাহেব নৌকা ভেঙ্গে দেন তাহলে তুমি কোন আপত্তি করো না। যদি ছোট্ট শিশুকে বিনা দোষে হত্যা করেন তখন কোন প্রশ্ন বা আপত্তি করো না।

বুঝা গেল যে, পীরের ওসীলা গ্রহণ করা মৌলানা রুমীর মতে অপরিহার্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১০) আল্লামা শেখ সাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন-

مپندار سعدى كه راه صفا
تواں يافت جزدرپے مصطفى

অর্থাৎ হে সাদী, এ ধারণাও পোষণ করোনা যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অনুগত্য ছাড়া তুমি হেদায়তের রাস্তা পেতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ ও আমল করার পরও প্রত্যেক স্থানে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলার প্রয়োজন আছে।

(১১) হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের নির্ভরযোগ্য আলেম মোল্লা আলী ক্বারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) স্বরচিত কিতাব ‘নযহাতুল খাওয়াতের ফী তারজুমাতে শেখ আবদুল কাদের’ এর ১৬ পৃষ্ঠায় বলেন- হুজুর গাউছে পাক (রাদি আল্লাহু আনহু) ইরশাদ করেছেন-

مَنِ اسْتَغَاثَ بِىْ فِىْ كُرْبَةٍ كَشَفْتُ عَنْهُ وَمَنْ نَادَانِىْ بِاِسْمِىْ فِىْ شِدَّةٍ فَرَّجْتُ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِىْ اِلَى اللّٰهِ فِىْ حَاجَتِهٖ قُضِيَتْ

অর্থাৎ যে কেউ আমার নিকট দুঃখের মুহূর্তে সাহায্য প্রার্থনা করবে তাহলে ঐ মুসিবত দূর হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বিপদের সময় আমার নাম নিয়ে আমাকে আহবান করবে, তাহলে ঐ বিপদ লাঘব হয়ে যাবে। আর যে আমাকে আল্লাহর নিকট তার প্রয়োজনে ওসীলা গ্রহণ করবে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

এরপর মোল্লা আলী কারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ‘নামাযে গাউছিয়া’ এর নিয়ম উল্লেখ করে বলেন “এটা অনেকবার পরীক্ষা করা হয়েছে” এবং সহীহ প্রমাণিত হয়েছে।

মোল্লা আলী কারী হুজুর গাউছে পাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর ওসীলা গ্রহণকে বৈধ বলেন এবং হুজুর গাউছে পাক (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর ওসীলা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

এ মোল্লা আলী কারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ঐ বুজর্গ ব্যক্তি, যাকে দেওবন্দী ওহাবীরাও অত্যন্ত জোর গলায় মানেন।

(১২) ‘ফতোয়া শামী শরীফ’ এর ভূমিকায় বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ইরশাদ করেন-

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِنِّىْ لَاَتَبَرَّكُ بِاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَجِئُ اِلٰى قَبْرِهٖ فَاِذَا عُرِضَتْ لِىْ حَاجَةً صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَسَأَلْتُ اللّٰهَ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَتُقْضٰى سَرِيْعًا-

অর্থাৎ আমি হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মাজার শরীফ হতে বরকত অর্জন করি এবং তার মাজার শরীফে আসি। যখন আমি কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হই তখন আমি দু'রাকাত নামায আদায় করি এবং ইমাম আবু হানিফার (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মাজার শরীফের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করি,তখন সহসা প্রয়োজন মিটে যায়।

মজহাবের এই মহান ইমাম অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (রাদি আল্লাহু আনহু) ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কবর শরীফকে দোয়ার ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করতঃ সফর করে ঐখানে আসতেন এবং তাঁর ওসীলা নিয়ে দোয়া করতেন।

(১৩) 'হিস্‌নে হাসীন শরীফে' দোয়ার আদাবসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এতে 'বুখারী শরীফ ও মসনদে বয়যার' এর বরাত দিয়ে দোয়ার এ আদব টি বর্ণনা করা হয়েছে-

وَاَنْ يَّتَوَسَّلَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِالْاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِهٖ

অর্থাৎ দোয়া প্রার্থনা করবে আম্বিয়া কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) ও নেকবান্দাদের ওসীলা নিয়ে। বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার প্রিয়বান্দাগণের নাম দোয়া কবুল হবার ওসীলা।

(১৪) এর ব্যাখ্যায় আল্লামা শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন-

خصوصا حضرت سید المرسلین محبوب رب العالمین صلے اللّٰہ علیہ وسلم کہ رجاء قبول بطفیل دے اکثر واتم داد فریاد اکمل است وفعل انبیاء مرسلین وسیرت سلف صالحین است-

অর্থাৎ বিশেষতঃ হযরত সাইয়োদুল মুরসালীন বিশ্ব প্রতিপালকের মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় দো[illegible]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবুলিয়াত অত্যন্ত বেশী। আর এটা পূর্ববর্তী নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) ও বুজুর্গদের তরীকা।

এ স্থানে আল্লামা শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) হযরত আদম (আলাইহিমুস সালাম) এর 'তওবার' ঘটনা বর্ণনা করেন। তাঁর তওবা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় কবুল হয়েছিল।

(১৫) হিস্‌নে হাসীন এর ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ আল্‌হারযুল ওয়াসেলীনে মোল্লা আলী কারী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন-مِنَ الْمَنْدُوْبَاتِ এ ওসীলা গ্রহণ করা মোস্তাহাব।

(১৬) ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ বলেন যে, ইস্তেসকা অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযে যখন যাবে, তখন দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে মায়ের কোল থেকে পৃথক করে দেবে এবং জীবগুলো সাথে নিয়ে যাবে। এগুলোর ওসীলায় দোয়া গ্রহণ হয় এবং বৃষ্টি আসে।

দেখুন বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য জীবসমূহ ও শিশুদের ওসীলা গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৭) সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) যখন সোমনাথের উপর হামলা করতে গেলেন তখন তিনি শেখ আবুল হাসান খরকানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর জুব্বা সামনে রেখে দোয়া করলেন- মওলা! এ জুব্বা শরীফের ওসীলায় বিজয় দান করুন। সে বিজয় আজ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ। হযরত শেখ আবুল হাসান হারকানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) স্বীয় জুব্বা এজন্য দান করে ছিলেন, যা দ্বারা ওসীলা প্রমাণিত হলো।

বিরোধীদের অভিমতসমূহ

দেওবন্দীদের নেতাও যে ওসীলার উপর আক্বীদা রাখতেন, আমি সেটাও প্রমাণ করছিঃ

(১) মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব রচিত কিতাব 'নায়লুশ শেফা বেনালীল মুস্তাফা" এর মধ্যে বলেন যে, এ যুগে অধিক পাপের কারণে আমাদের উপর বালা মুসিবতের ভীড় জমেছে। আর অন্তর ও মুখের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়াতে তওবা- ইস্তেগফার কবুল হচ্ছেনা। অবশ্য যদি কোন মজবুত ওসীলা হয়, তাহলে এটার বরকতে "হুজুরে কলব" বা অন্তরের একাগ্রতাও অর্জিত হতে পারে

www.AmarIslam.com

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

এবং কবুল হওয়ার আশাও করা যায়। মোটামুটিভাবে এ সকল ওসীলার মধ্যে বুজর্গানে দ্বীনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হুজুর সরওয়ারে আলম ফখরে আদম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জুতার আকৃতির ওসীলা অত্যন্ত বরকতময় ও ত্বড়িত প্রভাবসম্পন্ন পাওয়া গেছে।

গভীরভাবে চিন্তা করুন। মৌলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জুতা মুবারকের ছবি বা আকৃতিকে যা আমরা নিজে অঙ্কন করি, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য উত্তম ওসীলা গ্রহণ করেছেন। অতএব যে শাহান শাহে দো আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জুতা মোবারকের ছবি দোয়া কবুল হওয়ার ওসীলা, তাহলে স্বয়ং জুতা মুবারক কেমন ওসীলা হবে? আর ঐ জুতা মুবারক পরিধানকারী আল্লাহর প্রিয় মে'রাজ তখত ও তাজের অধিবাসী হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কী উচ্চ পর্যায়ের ওসীলা হবেন? নিঃসন্দেহে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিরাশ্রয়দের আশ্রয় ও অসহায়দের সহায়।

(২) এ মৌলানা আশরাফ আলী সাহেবই রচিত কিতাবের মধ্যে এ জুতা মুবারকের ছবির ওসীলা গ্রহণের নিয়ম এভাবে বর্ণনা করছেন:

জুতা মুবারকের এ "নকশা" আদব সহকারে আপন মাথার উপর রাখবে এবং অনুনয় সহকারে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে যে, হে মাবুদ "যে বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জুতা মুবারকের আকৃতি মাথায় নিয়ে আছি আমি তাঁর নগণ্য একজন গোলাম হই। হে মাবুদ! এ গোলামীর সম্পর্কের দিকে কৃপাদৃষ্টি করে এ পবিত্র জুতা মুবারকের "নকশা" এর বরকতে আমার অমুক উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন।"

অতঃপর (থানবী সাহেব) বলেছেন- "তৎপর জুতামুবারকের নক্শাটুকু মাথা হতে নামিয়ে স্বীয় চেহারায় মালিশ করবে এবং এটাকে অধিকভাবে চুম্বন দেবে।"

(৩) এ মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব উপরোক্ত কিতাবে এ "জুতা মুবারকের নক্শার" বরকত সমূহ এভাবে বর্ণনা করেছেন:

এ "নকশার" পরীক্ষিত বরকত হলো- যে ব্যক্তি তবারুক হিসেবে এটাকে নিজের কাছে রাখবে সে জালিমদের জুলুম হতে, শত্রুর শত্রুতা হতে, অবাধ্য শয়তান হতে, হিংসুক এর খারাপ দৃষ্টি হতে নিরাপদ থাকবে। আর যদি গর্ভবতী নারী প্রসব বেদনার সময় এটা ডানহাতে রাখে, তা'হলে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে তার বিপদ সহজে কেটে যাবে।"

www.AmarIslam.com

বর্তমানের দেওবন্দীগণ! আপন পেশওয়া মৌলভী আশরাফ আলী সাহেবের বর্ণনা গভীর দৃষ্টিতে পড়ুন এবং চিন্তা করুন যে, উল্লেখিত মৌলভী সাহেব কোন্ ভয়ে হুজুর আকদাস (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জুতা মুবারককে ওসীলা মান্লেন এবং লোকদেরকে এর হুকুম দিলেন। বরং তিনি কিতাবের শেষভাগে বলেন- 'এটাকে বরকতের ওসীলা মনে করুন'। কিতাবের শেষ পৃষ্ঠায় এ "জুতা মুবারকের নক্শা" অংকন করে দেখিয়েছেন।

(৪) মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেবের খলীফা মৌলভী আবদুল মজীদ সাহেব "মুনাজাতে মকবুল" (কৃতঃ থানবী সাহেব) এর "অষ্টম হিযবে" যা তিনি বর্ধিত করেছেন- এ ছন্দগুলো লিখেছেন-

ہیں جوتیرے بندہ خاص اے غنی

مولوی اشرف علی تھانوی

اس کے صدقہ میں دعا مقبول کر

یہ مناجات التجا کی مقبول کر-

অর্থাৎ হে বেনেয়াজ (যিনি পরমুখাপেক্ষী নন) মাবুদ; যিনি আপনার খাস বান্দা মৌলবী আশরাফ আলী থানবী হন- তাঁর ওসীলায় দোয়া কবুল করুন এবং এ মুনাজাত ও ফরিয়াদ গ্রহণ করুন।

দেখুন! স্বীয় পীরের ওসীলায় দোয়া করেছেন। এ হলো পীরের ওসীলা।

(৫) মৌলভী কাসেম নানুতুবী সাহেব, প্রতিষ্ঠাতা মাদ্রাসা-এ-দেওবন্দ, স্বরচিত "কাছায়েদে কাসেমী" এর মধ্যে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে আরজ করছেন-

ترے بھروسہ پہ رکھتا ہے غرہ طاعت

گناہ قاسم برگشتہ بخت بد اطوار

جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھیگا

بنے گا کون ہمارا سوا ترے غمخوار-

অর্থাৎ (১) হে আল্লাহর রসূল [illegible] এই ভরসার উপর আমার বন্দেগীর ভিত্তি

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্থাপন করেছি। কাসেম গুনাহ্র কারণে হতভাগ্য এবং তার কার্যকলাপও মন্দ।

(২) তুমি যদি আমাদের কথা জিজ্ঞাসা না কর তবে কে করবে? তুমি ব্যতীত আমাদের দুঃখে কে দুঃখিত হবে?

দেখুন! মৌলভী কাসেম নানুতুবী সাহেব নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপর ভরসা রাখছেন। এর চেয়ে মজবুত ওসীলা কি হতে পারে, তৎপর তিনি বলছেন-

براہوں بد ہوں گنہگار ہوں پر تیرا ہوں

ترا کہیں ہیں مجھے گو کہ ہوں میں ناہنجار

অর্থাৎ ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)! আমি খারাপ হই। পাপী হই তারপরও তো আপনার উম্মত হই। আপনারই বলবে আমাকে, যদিও আমি নিকৃষ্ট হই।

(৬) মৌলভী ইসমাঈল সাহেব স্বরচিত কিতাব "সেরাত-এ-মুস্তাকিম" এর দ্বিতীয় হেদায়ত" ৬০ পৃষ্ঠায় বলেন- "হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদি আল্লাহু আনহু) ও হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর উপরও হযরত আলীর একগুণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত রয়েছে। আর ঐ শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তার অধিক অনুসারী হওয়া এবং বেলায়ত, কুতবিয়াত, গাউছিয়াত ও আবদালিয়াত ইত্যাদি স্তরসমূহ এবং এ ধরণের অবশিষ্ট সংশ্লিষ্ট খেদমত সমূহ তাঁর পবিত্র যুগ হতে আরম্ভ করে দুনিয়া প্রলয় হওয়া পর্যন্ত তাঁর ওসীলায় হতে থাকবে। বাদশাহগণের বাদশাহী, আমীরদের সরদারীর মধ্যে তাঁর (হযরত আলী রাদি আল্লাহু আনহু) ঐ দখল রয়েছে, যা ফেরেস্তা জগতে বিচরণকারীদের নিকট গোপন নয়।"

মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী সাহেব আরও বলেছেন-

"হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ওসীলায় দুনিয়ার সকল নেয়ামত যথা বাদশাহী, নেতৃত্ব ও পরকালীন নেয়ামতসমূহ যেমন বেলায়ত ও গাউছিয়াত সবার ভাগ্যে অর্পিত হচ্ছে।

(৭) মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব স্বীয় কিতাব "শিয়ামুল হাবীব" এর উর্দ্দু অনুবাদ "শিয়ামুত তীব" নিম্নে বর্ণিত ছন্দগুলো বলেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

دستگیری کیجئے میرے نبی

کشمکش میں ہوں تم ہی میرے ولی

جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ

فوج کلفت مجھ پہ آغالب ہوئی

ابن عبد اللہ! زمانہ ہے خلاف

اے مرے مولی خبر لیجئے مری

অর্থাৎ হে আমার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে সাহায্য করুন। দুঃখ দুর্দশায় আপনি আমার সাহায্যকারী। আপনি ছাড়া কোথায় আমার আশ্রয় আছে। দুঃখের সৈন্য আমার উপর বিজয় লাভ করেছে।

হে আবদুল্লাহ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর পুত্র মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)! যুগতো বিপরীত হয়ে আছে। হে আমার সাহায্যকারী! আমার খোঁজ নিন।

এ কিতাবেই (শিয়ামুত তীব) মৌলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব "মসনবী শরীফের" এ ছন্দ খানাও বর্ণনা করেছেন-

نام احمد چوں حصارے شد حصین

پس چہ باشد ذات آں روح الامین

অর্থাৎ যখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ পবিত্র নাম মজবুত কিল্লা, তাহলে ঐ রুহুল আমিনের পবিত্র সত্বা কোন্ ধরনের হবে।

(৮) শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব "কাশ্‌ফে কুবুর" এর আমল বর্ণনা করে বলেন-

بعدہ بفت کرہ طواف کند - دوران تکبیر بخواند،

وآغاز از راست کند، وبعدہ بطرف بایاں رخسار نہد-

অর্থাৎ- এরপর কবরের চারিপার্শ্বে সাতবার তাওয়াফ করবে এবং এ তাওয়াফের মধ্যে তাক্‌বীর বলবে। ডান দিক হতে আরম্ভ করবে। তারপর কবরের বাম পার্শ্বে স্বীয় চেহারা রাখবে।

এ বাক্যগুলো মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেবের কিতাব 'হেফজুল ঈমান' এ বর্ণনা করতঃ এ "আমলটুকু জায়েয প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন।

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরোক্ত বাক্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বুজুর্গদের সত্বাতো অনেক উর্ধে, তাঁদের নাম বরং তাঁদের কবর শরীফ সমূহের মাটিও ওসীলা।

(৯) শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব "আলক্বাওলুল জামীল" এ মুরীদ করার নিয়ম বর্ণনা করতঃ বলেন-

ثُمَّ يَتْلُو الشَّيْخُ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ الخ

অর্থাৎ অতপর পীর সাহেব মুরীদ করার সময় এ দুটি আয়াত পড়বেন। প্রথম আয়াত হচ্ছে- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ আর দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে- وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ (কাউলুল জামীল) এর উর্দু ব্যাখ্যায় মৌঃ খরম আলী ওহাবী সাহেব বলেন- শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এর টিকায় লিখেছেন যে, দ্বিতীয় আয়াত وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ এর মধ্যে ওসীলা দ্বারা পীর মুর্শিদের বাইয়াতকে বুঝানো হয়েছে।

সামান্য আগে বলেন যে, 'ওসীলা' দ্বারা 'ঈমান' অর্থ বুঝাবে। এ কারণে যে; সম্বোধন ঈমানদারদেরকে করা হয়েছে। যথা- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর ইংগিত বহন করে। আর ওসীলা দ্বারা এখানে 'পূণ্য কাজ' অর্থ হতে পারবে না। কেননা পূণ্য কাজতো اِتَّقُوا اللّٰهَ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণে যে, তাক্বওয়া বা পরহেযগারী হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশাবলীর যথাযথ পালন ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। এ জন্য যে, عطف (সমন্বয়কারী পদ) পরস্পর বিপরীতকে চায়। অর্থাৎ معطوف ও معطوف عليه পরস্পর বিপরীত হয়। (যেমন جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو অর্থাৎ যায়েদ ও আমর এসেছে। এখানে যায়েদ হচ্ছে معطوف عليه এবং আমর হচ্ছে معطوف এবং উভয় এক নয়) এ বাক্য পরিষ্কারভাবে মেনে নিয়েছেন যে, وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ এর মধ্যে "ওসীলা" দ্বারা না ঈমানের ওসীলা, না আমল সমূহের ওসীলাকে বুঝানো হয়েছে। বরং মুর্শিদের ওসীলাকে বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় معطوف ومعطوف عليه এর মধ্যে পার্থক্য হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১০) দেওবন্দীদের শায়খুল হিন্দ মৌলভী মাহমুদুল হাসান সাহেব স্বীয় মুর্শিদ মৌঃ রশিদ আহমদ সাহেব এর "মার্সিয়াতে" (শোক জ্ঞাপন শ্লোক) লিখেন-

حوائج دین ودنیا کے کہاں لیجا ئیں ہم یارب
گیا وہ قبلہ حاجات روحانی وجسمانی
خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے
مرے مولا مرے ہادی تھے بیشک شیخ ربانی

অর্থাৎ (১) হে পরওয়ারদেগার আমরা ধর্মীয় ও পার্থিব হাজত সমূহ নিয়ে কোথায় যাব। কারণ আর্থিক ও দৈহিক হাজত সমূহের কেবলা (মৌঃ রশিদ আহামদ গাংগুহী সাহেব) তো বিদায় নিয়ে গেছেন।

(২) আল্লাহ তায়ালা তার মুরুব্বী ছিলেন। আর তিনি (গাংগুহী সাহেব) সারা সৃষ্টি জগতের মুরুব্বী ছিলেন। আমার মওলা বা সাহায্যকারী ও আমার পথ প্রদর্শক নিঃসন্দেহে শায়খে রব্বানী ছিলেন।

মৌলভী মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী সাহেব আপন মুর্শিদকে দৈহিক ও আর্থিক হাজতপূর্ণকারী ও তাকে মুরুব্বী (পৃষ্ঠপোষক, গুরুজন, সাহায্যকারী ও প্রতিপালক) মানেন। এর চেয়ে অধিক ওসীলা কি হতে পারে।

যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি

জ্ঞান বুদ্ধি ও বলে যে, আল্লাহ তায়ালার প্রিয়জনদের ওসীলা গ্রহণ করা জায়েয। নিম্নে বর্ণিত দলীল সমূহ তার প্রমাণ বহন করেঃ

(১) মহান পালনকর্তা পরমুখাপেক্ষী নন আর আমরা সবাই মুহতাজ ও পরমুখাপেক্ষী। যথা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اَللّٰهُ غَنِىٌّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বে-নেয়ায আর তোমরা মুহতাজ। এবং সে বে-নেয়ায

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

খোদা আমাদেরকে ওসীলাবিহীন কোন নেয়ামত দেন না। মাতা-পিতার ওসীলায় শরীর দেন, ওস্তাদের ওসীলায় জ্ঞান, পীরের ওসীলায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ, মালাকুল মউত (আলাইহিস সালাম) এর ওসীলায় মৃত্যু। সার কথা বিনা ওসীলায় কোন নেয়ামতই দান করেন না। আমরা ফকীর ও মুহতাজ হয়ে ওসীলা ছাড়া তাঁর থেকে কিভাবে নিতে পারি। তিনি হলেন দাতা ও বে-নেয়ায, আর আমরা হলাম ভিক্ষুক ও মুহতাজ। যদি আমরা ওসীলাবিহীন তাঁর থেকে নিই, তা'হলে আমরা যেন তাঁর চেয়ে বেড়ে গেলাম।

(২) পার্থিব জগত হচ্ছে হীন ও সামান্য; পরকাল হচ্ছে অতি উচ্চ ও অধিক। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ বলুন দুনিয়ার ধন সম্পদ অতি সামান্য। অন্যত্র ইরশাদ করেন- وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى পরকাল হচ্ছে অতি উত্তম ও চিরন্তন। যখন দুনিয়া অতি সামান্য জিনিস হয়েও ওসীলাবিহীন অর্জিত হচ্ছে না, তাহলে আখেরাত যেটা সবচেয়ে উত্তম চিরন্তন, ওসীলা ছাড়া কিভাবে অর্জন করা সম্ভব হবে? এজন্য কুরআন ও ঈমান দানের লক্ষ্যে প্রিয় রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে প্রেরণ করেছেন।

(৩) আমাদের আমলসমূহ মকবুল হওয়া সন্দেহজনক। আর নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও আওলিয়ায়ে কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর আমল সমূহ মকবুল হওয়া নিশ্চিত। সুতরাং যদি সন্দেহজনক আমল সমূহ ওসীলা হতে পারে, তাহলে নিশ্চিত আমলসমূহ ও মকবুল বান্দাগণ অতি উত্তম পর্যায়ের ওসীলা হবেনা কেন?

(৪) পূণ্য আমলসমূহ আল্লাহর সাথে মিলিত হবার ওসীলা আর আমল সমূহের ওসীলা হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে এযাম ও ওলামায়ে কেরাম। তাই এ মহান ব্যক্তিগণ ওসীলার ওসীলা হলেন। অতএব এ মহান ব্যক্তিগণও ওসীলা।

(৫) হুজুর আকদাস (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তিনশ বৎসর পূর্ব থেকে পবিত্র কাবাগৃহে মুর্তি রাখছিল। হুজুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র হস্তে কাবা শরীফকে পুত পবিত্র করা হয়েছে। যাতে একথা জানা যায় যে, কা'বা মুয়ায্যামা যেটা আল্লাহর ঘর এটাও হুজুর মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলা ছাড়া পাক পবিত্র হতে পারেনি। সুতরাং

তোমাদের অন্তর ঐ মহিমান্বিত সত্ত্বার ওসীলা ছাড়া কখনো পবিত্র হতে পারে না।

(৬) ইসলামী শরীয়তে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাস "কেবলা" ছিল। অতঃপর হুজুর সরকারে দো আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ইচ্ছায় "মক্কা মুয়ায্যামা" কেবলা হয়েছে। যাতে একথা জানা যায় যে, ঐ কাবা যেটা হাজার হাজার মুসল্লীর নামায শুদ্ধ হবার ওসীলা ওটাও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলা ছাড়া "কেবলা" হতে পারেনি। অতএব, তোমাদের কোন আমল হুজুর মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলা ছাড়া মকবুল হতে পারে না।

(৭) পরওয়ারদেগার এরশাদ করেন- وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

অর্থাৎঃ "সত্যবাদীদের সাথে থাক। আর সকল সত্য আওলিয়ায়ে কেরাম ও ওলামা ওসীলার সমর্থক। অতএব, ওসীলা স্বীকার করাই সত্য পথ।

(৮) শয়তান হাজার হাজার বৎসর ওসীলা বিহীন ইবাদত করেছেন। কিন্তু যখন সে ওসীলা সম্পন্ন একটা "সেজদা" করেনি তখন সে মরদুদ বা বিতাড়িত হল। ফেরেস্তাগণ ওসীলাসম্পন্ন সেজদা করে 'মাহবুবিয়াত' (বন্ধুত্ব) এর স্থান লাভ করেছেন।

বুঝা গেল যে, ওসীলা সম্পন্ন ইবাদত সামান্য হলেও তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত।

(৯) কিয়ামত দিবসে সর্ব প্রথম "ওসীলার" তালাশ হবে। তৎপর অন্যান্য কাজ। অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর "শাফায়াত" ছাড়া আল্লাহ তায়ালা কোন কাজ আরম্ভ করবেন না, যাতে একথা বুঝা যায় যে, আখেরাতে আমাদের ইবাদত সমূহ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ওসীলা গ্রহণ করা ওখানেও অবশিষ্ট থাকবে।

(১০) যদি ওসীলাবিহীন ইবাদত দুরস্ত হতো-তাহলে কালেমা তাইয়্যেবায়-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর পর মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সংযুক্ত হতো না। বুঝা গেল যে, "তৌহিদে" ও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় মানা হয়। যুক্তিভিত্তিক তৌহিদের কোন নিশ্চয়তা নেই। কালেমা তাইয়্যেবার প্রথমাংশ তৌহিদ আর দ্বিতীয়াংশে রয়েছে "তৌহিদ" এর ওসীলা।

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

(১১) নামায 'আত্তাহিয়্যাত' ও দরুদ শরীফের মাধ্যমে পূর্ণ হয়। যদ্বারা বুঝা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বরকতময় নাম ছাড়া নামাযও হয় না, যা হচ্ছে আসল ইবাদত।

(১২) কবরে মৃত ব্যক্তির নিকট তিনটি প্রশ্ন হয়-প্রথম প্রশ্ন তৌহিদ সম্পর্কে। দ্বিতীয় প্রশ্ন ধর্ম সম্পর্কে। কিন্তু এ দুটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক দেয়ার পরও বান্দা কৃতকার্য হয় না এবং বেহেস্তের জানালাও খোলে না। তৃতীয় প্রশ্ন করা হয়-

مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ حَقِّ هٰذَا الرَّجُلِ

তুমি এ কালো জুলফিধারী, সবুজ গুম্বজের অধিপতি মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে কি বলতে? দেখ ইনি তোমাদের সামনে (উপস্থিত আছেন) তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অনুগত গোলাম উত্তর দেয়, ইনি হলেন- আমার রসুল আমার নবী আর আমি হলাম তাঁর উম্মত।

জনৈক উর্দু কবি সুন্দর বলেছেন-

نکیر واپہچا نتاہوں ان کو یہ میرے مولا یہ میرے داتا

مگر تم ان سے تو اتنا پوچھو یہ مجہ اپنا بتارہے ہیں

হে মুনকার নকীর! আমি তাঁকে চিনছি, ইনি হলেন আমার মাওলা ও আমার দাতা। কিন্তু তোমরা ওনার নিকট এতটুকু জিজ্ঞাসা কর যে, ইনি আমাকে ওনার উম্মত বলছেন কিনা?

তখন বান্দা পাশ হয়। আর অদৃশ্য হতে আওয়ায আসে-

صَدَقَ عَبْدِىْ اِفْتَحُوْا لَهٗ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও।

বুঝা গেল যে, ওসীলা ছাড়া কবরেও সাফল্য অর্জিত হয় না। ঐখানে আমল সমূহের আলোচনা হয় না। আমল সমূহের আলোচনাতো কিয়ামত দিবসে হবে।

(১৩) দুনিয়া হল আখেরাতের নমুনা। কেননা, এখানকার অবস্থা সমূহ প্রত্যক্ষ করে ওখানকার অবস্থা নিরূপণ কর যে, এমনিভাবে এখানেও ঘটবে। এ কারণে কোরআনে করিম এর মধ্যে দুনিয়ার অবস্থানসমূহ দ্বারা পরকালের দলীল গ্রহণ করা

হয়েছে। দুনিয়াতে আসল ফয়েযদাতা এক হয়ে থাকেন। এবং তার থেকে প্রথম ফয়েয গ্রহণকারী একজন হয়ে থাকেন। তৎপর "ওসীলার মাধ্যমে এ ফয়েয অন্যান্য সকলের নিকট পৌছে থাকে। বাদশাহ একজন, তাঁর প্রধান উজির একজন। অতঃপর প্রশাসকদের মাধ্যমে তাঁর নির্দেশাবলী প্রজা পর্যন্ত পৌছে থাকে। সূর্য একটি, তার প্রধান উজির চন্দ্রও একটি। অতঃপর এর থেকে ফয়েজ গ্রহণ করে অসংখ্য তারকা। গাছের মূল একটা এবং তার গুঁড়ি একটা, তৎপর কতেক শাখাসমূহ এবং অগণিত পাতা পল্লব। এ হাজার হাজার পাতাগুলোর মধ্যে গাছের মূলের ফয়েজ গুড়ি ও ডালগুলোর ওসিলায় পৌছে থাকে। মানুষের "অন্তর" যেটা দেহের বাদশা যেমন- এটা এক। এর প্রধান উজির কলিজা একখানা। অতঃপর অগণিত শিরা ওসীলা হিসেবে সারা শরীরে বিস্তৃত হয়ে আছে। যেগুলোর মাধ্যমে শরীরের প্রত্যেকটা অংশ অন্তরের ফয়েজ গ্রহণ করছে।

তদ্রুপ মহান প্রতিপালক, শাহেন শাহে আ'লা বিচারকদের সর্বোত্তম বিচারক এক আর মাহবুবে আলম হুজুর মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও এক, যিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে ফয়েয গ্রহণ করেন। অতঃপর আউলিয়া ও ওলামা 'ওসীলা' হিসেবে দুনিয়ার মধ্যে বিস্তৃত লাভ করছে। এ সব মাধ্যম পরিহারকারী পরওয়ারদেগারের ফয়েয লাভ করতে পারেননা।

(১৪) যখন দুর্বল সবল থেকে ফয়েয গ্রহণের ইচ্ছা করবে তখন মধ্যখানে এমন ওসীলার প্রয়োজন হয়, যিনি সবল থেকে ফয়েয গ্রহণে ও দুর্বলদের ফয়েয দানে সক্ষম হন। যদি রুটি পাক করতে হয় তা'হলে মধ্যখানে তাবার প্রয়োজন হয়। অনুরূপ, আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী (যথা ইরশাদ হয়েছে।) اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ এবং সকল বান্দা দুর্বল ও শক্তিহীন যথা- خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থাৎ 'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা অসম্ভব ছিল যে, দুর্বল শক্তিহীন বান্দা মাধ্যম ব্যতীত অধিক শক্তিশালী খোদা থেকে ফয়েয গ্রহণ করবে, রুটি আগুন থেকে মাধ্যম ব্যতিরেকে ফয়েয গ্রহণে অক্ষম। সুতরাং আমরা দুর্বল ব্যক্তিরা নুরে মুতলাক (আল্লাহ তায়ালা) থেকে ফয়েজ গ্রহণে অক্ষম। এজন্য স্রষ্টা ও সৃষ্টির, প্রতিপালক ও প্রতিপালিতের মধ্যখানে এক এমন মহান মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল যিনি আল্লাহ তায়ালা থেকে ফয়েজ গ্রহণে ও মাখলুককে ফয়েজ দানে সমর্থ হন। এদিকে পরওয়ারদেগার ঘোষণা করেন-

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّاوَحْىٌ يُّوْحٰى

অর্থাৎ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উক্তি হলো আল্লাহ তায়ালার কালাম বা উক্তি। অন্যদিকে ঐ যবানের মাধ্যমে- اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত মানুষ) বলে বান্দাগণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। অর্থাৎ হে লোকরা! তোমরা ভয় করোনা। আমি তোমাদের মত মানুষ হই, ফেরেস্তা বা জ্বীন ইত্যাদির জাত থেকে নই।

এ মহান ওসীলার নাম হচ্ছে- মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

ادهر الله سے واصل ادهر مخلوق میں شامل
خواص اس برزخ کبری میں ہے حرف مشدد کا

অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শান হলো যে তিনি একদিকে আল্লাহর সাথে মিলিত। অন্যদিকে সৃষ্টির মধ্যে অর্ন্তভুক্ত। এ বিরাট মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য সমূহ তাশদীদ বিশিষ্ট বর্ণ محمد মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শব্দের م মীম এর মধ্যে নিহিত।

(১৫) যদি আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের ওসীলা গ্রহণ মন্দ ও নাজায়েয হয়, তা'হলে জানাযার নামাযও নিষিদ্ধ হওয়া উচিৎ। কারণ প্রাপ্ত বয়স্ক মৃতব্যক্তির জন্য আমরা ওসীলা হয়ে দোয়া করি। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃতকে ক্ষমা করুন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মৃতকে আমরা নিজের ওসীলা গ্রহণ করে থাকি এবং দোয়া করি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

হে আল্লাহ ! এ বাচ্চাকে কিয়ামত দিবসে পেশওয়া করুন যেন আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যায় এবং আমাদের জন্য তাকে সওয়াবের ওসীলা ও পূণ্যের ভাণ্ডার স্বরূপ করুন এবং তাকে আমাদের সুপারিশকারী করুন। নামাযে জানাযা ওসীলার উপরই ভিত্তি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১৬) মসজিদে নববী শরীফে এক রাকাত নামাযের সাওয়াব পঞ্চাশ হাজার (রাকাতের সমান) কেন? অন্যান্য মসজিদগুলো কি আল্লাহর ঘর নয়? শুধু এ কারণে এ সাওয়াব বৃদ্ধি হয়েছে যে, এতে হুজুর মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আরাম করছেন। অনুরূপভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসে কয়েক হাজার নবী (আলাইহিস সালাম) অবস্থান ফরমাচ্ছেন। কা'বা শরীফে ওখানেও একটা পূণ্যর সওয়াব এক লক্ষ। এ কারণে যে, ওটা হুজুর পুরনুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জন্মস্থান। আর ওখানে বায়তুল্লাহ, জমজম কুপ ও মাকামে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) রয়েছে। এগুলোর ওসীলায় সাওয়াব অধিক হয়ে গেছে। ওসীলা সম্পন্ন ইবাদতের মর্যাদা অনেক।

(১৭) অন্যান্য মসজিদসমূহে প্রথম সারির মর্যাদা বেশী। কিন্তু মসজিদে নববী শরীফে তৃতীয় সারির সওয়াব অধিক। অন্যান্য মসজিদগুলোতে সারির ডানদিকে উত্তম কিন্তু মসজিদে নববী শরীফে সারির বাম দিকে উত্তম কেন জানেন? এ কারণে যে, তৃতীয় সারি রওজা শরীফের অত্যন্ত নিকট এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ রওজাপাক মসজিদের বাম পার্শ্বে অবস্থিত, যেমন শরীরে হৃদযন্ত্র। এখানে বাম দিকে দাঁড়ানোতে রওজাপাক হতে অধিক নিকটে হয়। আর যত অধিক নিকটে হয়-তত বেশী সাওয়াব।

বুঝা গেল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বরকতময় সত্ত্বা 'মাকবুলিয়াত' [গ্রহণযোগ্য হওয়া] এর জন্য মহান ওসীলা,

(১৮) বুজুর্গদের ওসীলা ও নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলা এমন বিষয় যে মুসলমানতো নয়, কাফির ও মুনাফিকগণ বরং জীব জন্তুও বিশ্বাস করতো। দেখুন ফেরআউনের উপর যখন আযাব আসতো, তখন মুসা (আলাইহিস সালাম) এর মাধ্যমে দোয়া করতো। আবু জাহেল ও অন্যান্য কাফেরগণ দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য মুসিবতসমূহে হুজুর সরওয়ারে কাওনাইন (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দোয়ার জন্য আসতো। কুরআন করিম ঘোষণা করছে-

وَقَالُوْا يٰاَيُّهَا السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ الخ

অর্থাৎ কাফেরগণ বলত– হে যাদুকর! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য দোয়া কর, যাতে আমাদের থেকে আযাব দূরীভূত করেন।

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফেরআউন ডুবে যাবার সময় বলেছিল-

اٰمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ

অর্থাৎ- "ঈমান স্থাপন করলাম মুসা (আলাইহিস সালাম) ও হারুন (আলাইহিস সালাম) এর প্রতিপালকের উপর।" জীবজন্তু মুসিবতের সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ফরিয়াদ করত। তারা বুঝত 'যে, ফরিয়াদ গ্রহণকারীই হলেন সরকারে দো আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

(১৯) যদিও রেলগাড়ী সারা লাইনে চলে, কিন্তু পাওয়া যায় ষ্টেশনে। অনুরূপভাবে পরওয়ার দেগারের রহমতের ষ্টেশন হলেন- আম্বিয়া কেরাম ও সম্মানিত ওলীগণ। এ কারণে তাদের নিকট যাওয়া দরকার।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ

অর্থাৎ (আপনার উম্মত) তারা যদি নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করে আপনার নিকট আসে। এটাই হলো ওসীলা।

(২০) বাদশার জন্য উত্তম স্থান, ভাল আবহাওয়া এবং অন্যান্য লৌকিকতার ব্যবস্থা করতে হয়। যে ব্যক্তি বাদশার নিকট এসে বসে যাবে, তখন সেও ঐ সকল বস্তু হতে উপকৃত হয়। অনুরূপভাবে যেখানে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ অবস্থান করেন, ঐখানে আল্লাহর রহমতের পাখা চলে। যে ব্যক্তি তাদের দরবারে একাগ্রচিত্তে উপস্থিত হবে, সেও তার থেকে উপকার লাভ করে। এটাই হলো ওসীলা।

এ কারণে বুজুর্গদের মাজার শরীফসমূহের নিকট পাপীগণ নিজেদের কবর তৈরী করে। মসজিদসমূহ নির্মাণ করিয়ে থাকে এবং তারা তথায় ইবাদত করে। যাতে বুজুর্গদের ওসীলায় ক্ষমা প্রাপ্ত হয় এবং নামায অধিকভাবে কবুল হয়।

(২১) যদি সাধারণ কাজের সম্পর্ক নবীর সাথে হয়ে যায় তাহলে তা উত্তমে পরিণত হয়। আর যদি ভাল কাজের সম্পর্ক নবীর সাথে না হয় তাহলে তা মন্দে পরিণত হয়। নফ্স ও নামের জন্য যুদ্ধ করাকে "ফাসাদ" বলে আর হুজুর মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সম্মানার্থে যুদ্ধ করাকে "জিহাদ" বলে। ফাসাদ হলো পাপ আর জিহাদ হলো উচ্চ ইবাদত।

ক্বা'বীল ও ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর ভাইদের প্রায় একই ধরণের দোষ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়েছিল। কিন্তু ক্বাবীলের দোষের ভিত্তি ছিল "নারী প্রেম" আর ওদের দোষের ভিত্তি ছিল "নবী প্রেম"। এরা চেয়েছিল যে তাঁরা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কে পৃথক করে ফেল্‌লে, তা'হলে ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে ভালবাসবে। তাই পরিণামে এ পার্থক্য হয়েছিল যে, ক্বা'বীল 'মরদুদ' হয়েছে আর এরা 'মাহবুব' হয়েছে। এদেরকে তারকার আকৃতিতে হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) স্বপ্নে দেখছিলেন।

বুঝা গেল যে, নবীর ওসীলা অতি মূল্যবান জিনিস।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহর ওলীগণের ওসীলা গ্রহণের উপর উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ ও সেগুলোর জবাবাদিঃ

এ মর্মে হুজুর মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সকল উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের ওসীলা গ্রহণ করা যাবে, যেমন প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শেষ জমানায় এক "মুলহিদ" (বিপদগামী) ইব্‌নে তাইমিয়া ও তার শিষ্য ইবনে কাইয়্যাম আল্লাহর ওলীগণের ওসীলাকে অস্বীকার করেছে। ওলামায়ে দ্বীন ইবনে তাইমিয়াকে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহকারী বলেছেন। বর্তমান যুগের ওহাবী দেওবন্দীরা ইবনে তাইমিয়ার অনুসরণ করতঃ ওসীলার অস্বীকারকারী হয়ে গেছে। এখন যেহেতু এ মাস্‌আলার উপর জোর পড়ছে, এ কারণে আমি এ অধ্যায়ে তাদের ঐ সকল দলীলের জবাব প্রদান করছি-যেগুলো পর্যন্ত তারা পেশ করতে পেরেছে। বরং এমন প্রশ্ন উত্থাপন করে জবাব দিচ্ছি, যা তাদের জানাও নেই। আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমিন

কোন কোন দেওবন্দীতো আল্লাহর ওলীগণের ওসীলাকে একচ্ছত্রভাবে অস্বীকার করে। আর কেউ কেউ ওফাত প্রাপ্ত ওলীগণের ওসীলাকে অস্বীকার করে, কেবল জীবিত ওলীদের ওসীলাকে সমর্থন করে। আমি উভয় পক্ষের দলীলাদি ও তার জবাব পেশ করছি।

প্রশ্ন (১) আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেনঃ-

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

অর্থাৎ তোমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই।

বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র সাহায্যকারী। কাউকে ওসীলা মেনে নেয়া এক ধরনের সাহায্যকারী মেনে নেয়ার মত হওয়ায় এটা শিরক।

উত্তরঃ এর তিনটি উত্তর রয়েছে–

*প্রথমত: এ যে, مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (আল্লাহ ব্যতীত) দ্বারা আল্লাহ তায়ালার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াকে বুঝায়েছে।

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আযাব দানের ইচ্ছা করেন, তাহলে কেউ আল্লাহর মোকাবিলায় তার আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অতএব, আল্লাহর ওলীগণের ওসীলা গ্রহণ করা জায়েয আর আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বীর ওসীলা জায়েয নয়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَاالَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ–

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ তায়ালাই তোমাদেরকে বেইজ্জত করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে তোমাদের সাহায্য কে করতে পারবে? মুসলমানদের আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করা উচিত।" এ আয়াত হলো তোমাদের পেশকৃত আয়াতের তাফসীর।

দ্বিতীয়ঃএখানে "সাহায্য' দ্বারা আল্লাহর চিরস্থায়ী সাহায্যকে বুঝানো হয়েছে। ওসীলা সমূহের সাহায্য আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে হয়।

তৃতীয়তঃএ আয়াত দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, যদি তোমরা কুফরী অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের কেউ সাহায্যকারী নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

অর্থাৎ জালিম বা কাফিরদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। যদি এ অর্থ করা না হয়, তাহলে বল- এ আয়াতের কি অর্থ হবে?

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ

الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ۝

অর্থাৎ- হে মুসলমানগণ! তোমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ, তাঁর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং ঐ সকল মুসলমান যারা নামায পড়ে, যাকাত দেয়।

এখানে তিন সত্ত্বাকে (আল্লাহ, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও ঈমানদারকে সাহায্যকারী বলা হয়েছে। আরও ইরশাদ করেন-

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ

অর্থাৎ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী।

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাহায্যের প্রমাণ রয়েছে। তোমাদের পেশকৃত আয়াত তার অস্বীকৃতি দিচ্ছে। তাহলে এমন অর্থ কর, যদ্বারা পরস্পর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়।

প্রশ্ন (২) আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কুফরী বর্ণনা করে ইরশাদ করেন-

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

অর্থাৎ আমরা পূজা করছি না ঐ গুলোর কিন্তু এজন্য যে, আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নিকটে পৌছিয়ে দেবে।

বুঝা গেল যে, কাফিরগণ মুর্তিগুলোকে খোদা মানতো না। কিন্তু খোদা পর্যন্ত পৌছার ওসীলা মানতো; যাকে শিরক আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং কাউকে ওসীলা মনে করা শিরক।

উত্তরঃ এরও দু'টি উত্তর রয়েছে-

প্রথমঃ ওসীলা মানাকে আল্লাহ তায়ালা কুফর বলেননি। বরং ঐ গুলোর পূজা করাকে শিরক বলেছেন। (অর্থাৎ আমরা ঐ মুক্তিগুলোর পূজা করছি।) যদি কেউ হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) বা কোন ওলীর এবাদত করে তাহলে সে মুশরিক। আলাহামদুলিল্লাহ, কোন মুসলমান কোন ওলীর ইবাদত করে না।

দ্বিতীয়ঃ মুশরিকগণ মুর্তিগুলোকে ওসীলা বানিয়েছে যেগুলো হচ্ছে আল্লাহর শত্রু। মুসলমানগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে ওসীলা মনে করেন। ঐটা হচ্ছে কুফর আর এটা হলো ঈমান। দেখুন, মুশরিক গঙ্গার পানিকে সম্মান করে মুশরিক। মুসলমান জমজমের পানিকে সম্মান করে মুমিন। কারণ মুশরিক "গঙ্গা জলের" সম্মান এ জন্য করে যে, এটা তার দেবতার সাথে সম্পর্ক রাখে। আর মুসলমান

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"জমজমের" পানির সম্মান এ জন্যে করে যে, এ পানি হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) এর মোজেযা এবং পয়গাম্বরের সম্মান হলো ঈমান। অনুরূপভাবে মুশরিক পাথরের দিকে মাথা নত করে। তাই সে মুশরিক। আপনিও কাবার দিকে সেজদা করছেন। বরঞ্চ "মকামে ইব্রাহিম" (একটা পাথর) কে সামনে রেখে হজ্বের সময় নামায পড়েন। আপনি তবুও 'মুমিন' কেন? এ কারণে যে, কাফেরের পাথরের সম্পর্ক মুর্তির সাথে আর মকামে ইব্রাহীম এর সম্মান হলো ঈমান।

দেউয়ালী (হিন্দুদের উৎসব) এর সম্মান হচ্ছে শিরক। কিন্তু রমযান ও মুহররামের সম্মান হলো ঈমান। "তাফসীরে রুহুল বায়ান" সুরায়ে আহক্কাফে اِتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً এর তাফসীরে বর্ণিত আছে ওসীলা দু'প্রকার (১) "ওসীলায়ে হুদা" অর্থাৎ হেদায়তের ওসীলা ও (২) গোমরাহির ওসীলা। নবী, ওলী ও ওহী হলো হেদায়তের ওসীলা এবং মুর্তি, শয়তান ও কুমন্ত্রণা গোমরাহীর ওসীলা। পেশকৃতঃ আয়াতে যে ওসীলা ইখতেয়ার করাকে "কুফর" বলা হয়েছে, তদ্বারা দ্বিতীয় প্রকার ওসীলাই বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্নঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

অর্থাৎ- হে মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আপনি তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করুন বা না করুন, উভয় সমান। আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করবেন না।

বুঝা গেল যে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দোয়া মাগফেরাতের ওসীলা নয়। যখন তাঁর দোয়া ওসীলা হচ্ছে না, তাহলে অন্যান্য ও[illegible] প্র[illegible]ই উঠে না। এ প্রশ্নটা গুজরাটের মূর্খ দেওবন্দী ওহাবীদের।

উ[illegible] এ আয়াতখানা ঐ সকল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে অস্বীকার করতঃ দেওবন্দীদের ন্যায় অন্য পথে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে চায়। এ আয়াতের পূর্বে এ ভাবে বর্ণিত আছেঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۔

অর্থাৎ যখন ঐ সকল মুনাফিককে বলা হয় যে, তোমরা এসো আল্লাহর রাসুল তোমাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবেন। তখন তাঁর থেকে তারা অর্থাৎ মুনাফিকগণ মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকার করতঃ তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়া থেকে থেমে যায়।"

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে মাহবুব! যে আপনার দরবার থেকে বেপরওয়া হয়ে যাবে আর আপনি আপন কৃপায় তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেও ফেলেন, তবুও আমি তাদের ক্ষমা করব না । কেননা আমার কাম্য নয় যে, কেউ আপনার ওসীলা ছাড়া বেহেস্তে প্রবেশ করুক।

এ আয়াত দ্বারাতো ওসীলাই প্রমাণিত হচ্ছে, অস্বীকৃতি নয়। এ কুরআনে পাকেই মুসলমানদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ হে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আপনি মুসলমানদেরকে দোয়া করুন। যদি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দোয়া বৃথা হতো, তাহলে এর নির্দেশ কেন দেয়া হলো?

জনাব, কথা হলো-

باراں کہ درلطافت طبعش خلاف نیست

درباغ لالہ روید ودرشورہ بوم خس

অর্থাৎ বৃষ্টি তো উপকারী কিন্তু দুর্ভাগ্য লবনাক্ত ভূমি তদ্বারা উপকৃত হতে পারে না। এটা ঐ ভূমির নিজের দোষ, বৃষ্টির নয়।

প্রশ্নঃ (৪) আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَاتَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

অর্থাৎ "এদের মধ্যে কারো আপনি জানাযার নামায পড়বেন না এবং তাদের কারো কবরের নিকট দাঁড়াবেন না।"

এ আয়াতের শানে নুযুল হলো এ যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর লাশকে স্বীয় মুবারক জামা পরায়েছেন, এবং তার মুখে থুথু দিয়েছেন, তার জানাযার নামায পড়েছেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যার মধ্যে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে ঐ সকল কাজ হতে নিষেধ করা হয়েছে। দেখুন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দোয়া, নামাযে জানাযা, মুবারক জামা পরানো ও মুখে থুথু মুবারক দেয়া সব বৃথা

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়েছে, কোন উপকার হয়নি।

বুঝা গেল যে, "ওসীলা" কোন জিনিস নয়।

উত্তরঃ এর উত্তর এ আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে-

إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ কারণ হলো তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের অস্বীকার করেছে এবং কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ করেছে,আর তারা ফাসিক।"

বুঝা গেল যে, যেহেতু সে জীবিত অবস্থায় মুনাফিক ছিল এবং কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ করেছে। এ কারণে তার জন্যে কোন "ওসীলা" উপকারে আসলো না। ওসীলা হলো ঈমানদারগণের জন্য, কাফিরদের জন্য নয়।ঔষধসমূহ রোগাক্রান্তদের জন্য উপকারী, মৃতের জন্য নয়। গুনাহগার মোমিন হলো রোগী আর কাফির ও মুনাফিক হলো মৃত।

প্রশ্ন(৫) ঃ আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত সম্পর্কে বলেন-

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ

অর্থাৎ ঐদিন না ব্যবসা হবে, না বন্ধুত্ব কাজে আসবে, না কারো সুপারিশ। অন্যত্র এরশাদ করেন-

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ

অর্থাৎ তাদের উপকারে আসবে না সুপারিশকারীদের সুপারিশ।

বুঝা গেল কেয়ামতের দিন সকল 'ওসীলা' শেষ হয়ে যাবে।

উত্তরঃ এ সকল আয়াত কাফিরদের সম্পর্কিত, মুসলমানদের এগুলোর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এ জন্য কিছু অগ্রসর হয়ে আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

অর্থাৎ কাফিরগণ, তারা অত্যাচারী। আর মুসলমানদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۝

অর্থাৎ "ঐ দিন সকল মিত্র শত্রুতে পরিণত হবে, পরহেযগারগণ ব্যতীত।" কাফিরদের সম্পর্কিত আয়াত মোমিনের উপর আরোপ করা ধর্মহীনতার পরিচায়ক। আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন-

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

অর্থাৎ- ঐ দিন সম্পদ ও সন্তান কাজে আসবে না, তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে প্রতিপালকের সমীপে সুস্থ অন্তর নিয়ে উপস্থিত হবে।"

প্রশ্ন ৬ঃ পরওয়ারদেগার ইরশাদ করেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থাৎ হে ঈমানদার গণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নিকটে ওসীলা তালাশ কর, আর তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সাফল্য অর্থাৎ বেহেস্ত পাও।"

অত্র আয়াতে "ওসীলা" আমলসমূহের ওসীলাকে বুঝানো হয়েছে, বুজুর্গদের ওসীলা নয়। কেননা, যারা বুজুর্গদের ওসীলা গ্রহণ করছে তারাতো নিজেরা আমলসমূহ করতেন।

উত্তরঃ এর কয়েকটি জবাব রয়েছে- প্রথমতঃ আমল সমূহতো اِتَّقُوا اللّٰهَ এর মধ্যে এসে গেছে। যদি 'ওসীলা' দ্বারাও আমলসমূহকে বুঝায়, তা'হলে আয়াতে একটা বিষয়ের পূনঃ উল্লেখ হবে। অতএব, এখানে "ওসীলা" দ্বারা বুজুর্গদের ওসীলাকে বুঝায়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ যদি আমলের "ওসীলাকে" বুঝায়, তাহলে মুসলমানদের শিশু সন্তান, পাগল মুসলমান এবং ঐ নও মুসলিম যারা মুসলমান হওয়া মাত্রই মরে গেছে,এদের কাছে তো আমলসমূহ নেই তারা কার ওসীলা গ্রহণ করবে?

তৃতীয়তঃ যদি আমলসমূহের ওসীলাকে বুঝায়, তাহলে শয়তানের নিকট অসংখ্য আমল ছিল। এ সব আমল ওর জন্য "ওসীলা" হলো না কেন?

চতুর্থতঃ যদি ওসীলা দ্বারা আমলসমূহকেই বুঝায়, তাহলে আমলসমূহও নবী ওলীর ওসীলায় অর্জিত হয়। তখন ঐ সম্মানিত সত্ত্বাগণ আমলসমূহের ওসীলা হয়ে গেলেন এবং ওসীলার ওসীলা নিজে ওসীলা হয়ে থাকে। বরং প্রকৃত কথা এ যে আমাদের আমলসমূহ হচ্ছে বুজুর্গদের অনুসরণ। রমী (অর্থাৎ হজ্বে পাথর নিক্ষেপ করা) হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) এর অনুকরণ, 'সাফা' 'মারওয়া' এর মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো হযরত হাজেরা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর অনুসরণ, কুরবানী করা হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর অনুকরণ, তাওয়াফ করা কালীন বাহু হেলায়ে বুক ফুলায়ে চলা নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সালাম)

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর অনুসরণ। এ জন্য ঐ সব কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় যে, এগুলো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুকরণ। এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমার কিতাব "শানে হাবিবুর রহমান" এ দেখুন, যার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রোযা, নামায, হজ্ব, যাকাত ও কালেমা মোট কথা প্রত্যেক ইবাদত কারো অনুকরণ। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বেহেস্ত অনেক খালি থেকে যাবে। তখন তা পূর্ণ করার জন্য একদল সৃষ্টি করা হবে। বলুন ঐ দল কোন্ আমলসমূহ করেছে?

নোটঃ জান্নাতে প্রবেশ তিন ভাবে হবেঃ

(১) কাসাবী (২) ওয়াহাবী (৩) আতায়ী।

কাসাবী হলো যার মধ্যে জান্নাতী ব্যক্তির আমলের দখল থাকবে। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

জান্নাত তাদের আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান।

জান্নাতে ওয়াহাবী, যা কোন বান্দার ওসীলায় অর্জিত হবে। স্বীয় আমলের দখল থাকবে না। যথাঃ মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুগণ এবং পাগল মুসলমানগণ জান্নাতি, কিন্তু আমলসমূহ ছাড়া। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَاَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِاِيْمَانٍ

জান্নাতে আতায়ী যা শুধু আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে অর্জিত হয়েছে, অন্য কোন জিনিসের দখল হবে না। যেমন জান্নাত পূর্ণ করার জন্য যে সৃষ্টি সৃজন করা হবে। অথবা যারা শাফায়াত ছাড়া জান্নাতে যাবে যাদেরকে জাহান্নামী বলা হবে, যাদের সম্পর্কে হাদীছ শরীফে এসেছে যে-

আল্লাহ তায়ালা নিজের একখানা কুদরাতের ওষ্ঠ জাহান্নামী লোকদের [illegible] জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এবং ঐ সকল লোকের "ঈমানে শরয়ী" বা শরীয়ত সম্মত ঈমান ছিলনা। কিন্তু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) এর ওসীলা সবার প্রয়োজন।

মোট কথা আমল ছাড়া বেহেস্ত অর্জিত হতে পারে কিন্তু ওসীলা ছাড়া বেহেস্ত কখনো অর্জিত হতে পারে না।

প্রশ্ন (৭) কুরআনে করিম ঘোষণা করছেঃ

যখন হযরত নুহ (আলাইহিস সালাম) নিজ পুত্র "কেন্‌আন" এর জন্য শাফায়াত করেছেন, তখন তাঁকে বলা হয়েছে-

www.AmarIslam.com

يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

অর্থাৎ হে নুহ (আলাইহিস সালাম) নিশ্চয় সে (কেন্‌আন) আপনার পরিবারের নয়, তার আমলসমূহ মন্দ।"

বুঝা গেল যে, আমল খারাপ হওয়া অবস্থায় নবী ওলীর ওসীলা হয় না।

উত্তরঃ হাঁ জনাব! ঐ কেন্‌আনের আমল মন্দ ছিল। সে নবীর ওসীলার অস্বীকারকারী ছিল। তুফান আসলে সে তাঁর (নুহ) আশ্রয়ে আসেনি। হযরত নুহ (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন-

يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ হে প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে সওয়ার হয়ে যাও। কাফিরদের সাথে থাকো না। তখন সে জবাব দিয়েছিল-

قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاۤءِ

অর্থাৎ " আমি পাহাড়ে আশ্রয় নেব। তা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।" এ কারণে সে ডুবে গিয়েছিল। এখন যারা নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) ওসীলাকে অস্বীকার করছে তারা এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অত্র আয়াতে তো ওসীলার প্রমাণ রয়েছে, অস্বীকৃতি নয়। যদি (কেন্‌আন) হযরত নুহ (আলাইহিস সালাম) এর ওসীলা গ্রহণ করতো, তাহলে কখনো ডুবতো না।

প্রশ্ন ৮ ঃ হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) হযরত লুত (আলাইহিস সালাম) এর গোত্রের জন্য দোয়া করার ইচ্ছা করে ছিলেন। তখন তাঁকে বলা হয়েছে-

يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَاۤءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ-

অর্থাৎ হে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) আপনি দোয়া করুন বা না করুন এদের উপর আযাব আসবেই।

দেখুন নবীর দোয়া কবুল হয়নি।

উত্তরঃ 'লুত গোত্র' কাফির ছিল। কাফিরদের জন্য কোন ওসীলা উপকারী নয়। কারণ, তারা নবীর ওসীলাকে অস্বীকার করে। কোরআনে করিম ঘোষণা করছে যে, হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) নারায হয়ে সামেরীকে বলেছিলেন-

اِذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَامِسَاسَ

www.AmarIslam.com
click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত কলিমুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) এর পবিত্র যবানে উচ্চারিত উক্তি এমন সঠিক হয়েছে যে, তার (সামেরীর) শরীরে এমন প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল যে, যে তাকে স্পর্শ করত, তার জ্বর এসে যেত, এবং স্বয়ং সামেরীরও। এটা খোদা তায়ালার প্রিয়দের যবানের শান।

জরুরী নোটঃ হযরত ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) এর দোয়া নিশ্চয় কবুল হত। তবে তাঁদের (নবীদের) ঐ সকল দোয়া, যার বিপক্ষে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে । যদি নবী এমন বিষয়ের জন্য দোয়া করেন তখন তাদেরকে বুঝিয়ে বাধা দেয়া হয়। এ বাধা প্রদানে রয়েছে তাঁদের মহান শানের বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ হে প্রিয় এ কাজ হতে পারে না। অতএব, আপনি এ সম্পর্কে দোয়াই করবেন না। সোবহানাল্লাহ! প্রশ্নকারী যে 'সকল দোয়া পেশ করেছে, সব এ ধরণের। এও স্মরণ রাখা চাই যে, ঐ সব দোয়ার পেছনে নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) সাওয়াব অর্জিত হয়। কেননা দোয়া প্রার্থনা করাও ইবাদত যদিও কবুল না হয়। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

অর্থাৎ আপনার দোয়া করা ও না করা উভয়ই ঐ মুনাফিকদের জন্য সমান।

কারণ তাদের ক্ষমা হতে পারে না। এখানে عَلَيْهِمْ (আলায়হিম) বলেছেন। عَلَيْكَ (আলায়কা) বলেননি। عَلَيْكَ (আলায়কা) না বলায় এ কথা প্রমাণ হলো যে, নবীর দোয়া কবুল না হলেও একেবারে বৃথা যাবে না, অন্ততঃ পক্ষে নবী নিজে সাওয়াব পাবেন।

প্রশ্ন (৯) ঃ মিশ্কাত শরীফ "বাবুল আতদার" এ বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত ফাতেমা যোহরা (রাদি আল্লাহু আনহা) কে বলেন-

لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

অর্থাৎ আমি আল্লাহর আযাবকে তোমার থেকে দূরীভূত করতে পারব না। যখন নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজ মেয়ের জন্য ওসীলা নন, তাহলে আমাদের জন্য ওসীলা হতে পারেনা। আর যখন হুজুরই (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওসীলা হচ্ছেন না, তখন অন্যান্য ওলীদের উল্লেখ্যই বা কি।

উত্তর ঃ এর দু'টি উত্তর রয়েছে প্রথমতঃ এ যে, রাব্বুল আলামীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আমি তোমার থেকে আল্লাহর শাস্তি দূরীভূত করতে পারব না। অর্থাৎ আল্লাহ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তায়ালা যদি আযাব দেয়ার ইচ্ছে করেন, তাহলে কে আছে তা প্রতিরোধ করার? এ ওসীলাতো আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে হয়ে থাকে, তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নয়।

দ্বিতীয়তঃ হে ফাতেমা! যদি তুমি ঈমান গ্রহণ না কর, তাহলে আমি তোমার থেকে আল্লাহর আযাব প্রতিরোধ করতে পারব না। অর্থাৎ ওসীলা ঈমানদারগণের জন্য, কাফিরদের জন্য নয়। হযরত নুহ (আলাইহিস সালাম) এর পুত্র নবীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ধ্বংস হয়ে গেছে কুফরীর কারণে। যদি এ উত্তর মেনে নেয়া না হয়, তাহলে এ হাদিস কোরআনে করিম এরও পরিপন্থী হয়ে যাবে এবং অন্যান্য হাদিস সমূহেরও। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ٥

অর্থাৎ তোমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ, রসুল ও মুসলমানগণ।"

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আরও ইরশাদ করেন-

كُلُّ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَسَبِيْ وَسَبَبِيْ

অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে সকল ওসীলা ও বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, আমার ওসীলা ও আমার বংশীয় সম্পর্ক ব্যতীত। (ফতওয়া এ শামী মৃতের গোসলের অধ্যায়) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আরও ইরশাদ করেন-

شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ

অর্থাৎ আমার শাফায়াত আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য। এটা কিভাবে হতে পারে যে কবীরা গুণাহগারগণ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওসীলায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে এবং কলিজার টুকরা নয়নের মনি কোন উপকার অর্জন করতে পারবে না। (ফত্ওয়া এ শামী)

জরুরী নোট হুজুর আক্বদাস (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় কোন কোন উপকার কাফিরগণও অর্জন করে নেয়। যথা আল্লাহর কহর থেকে নিরাপত্তা, কিয়ামত দিবসে হাশর ময়দান হতে নাজাত এবং হিসাব কিতাব আরম্ভ হওয়া এ হিসেবে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপাধি হলো "রাহ্মাতুলল্লীল আলামীন।"

অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শুধু মুসলমানদের উপর অতিশয় মেহেরবান। কোন না কোন উপকার এমন রয়েছে যেগুলো শুধু পরহেযগারগণ পেয়ে থাকেন, গুনাহগারগণ নয়। যেমন আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভ এ অর্থের দিক দিয়ে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন-

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুন্নাত ত্যাগকারী আমার শাফায়াত হতে বঞ্চিত, অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা লাভ করার শাফায়াত। কোন কোন কল্যাণ এমন রয়েছে যেগুলো শুধু পাপীদের অর্জন হয়, পূণ্যবানদের নয়। যেমন- পাপের ক্ষমা। কারণ পূণ্যবানদের পূণ্যই রয়েছে গুনাহ থাকে না। এ প্রকার মুসলমানদেরকে মাহফুয" বা রক্ষিত বলে। আম্বিয়া কেরাম (আলাইহিস সালাম) মাসুম বা নিষ্পাপ অর্থাৎ তাঁরা গুনাহ করতে পারে না। খাস ওলীগণ গুনাহ হতে মাহফুয" বা রক্ষিত অর্থাৎ তাঁরা গুনাহ করেন না। আল্লামা রুমী বলেন-

لوح محفوظ است پیش اولیا

ازچه محفوظ اند محفوظ از خطا

অর্থাৎ "লওহে মাহ্ফুয" আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহুম) এর সম্মুখে। এ কারণে তারা ভুল ভ্রান্তি হতে রক্ষিত। (এর বিশদ আলোচনা "কানযুল ইরফান ও মোখতারুত তাফাসীর" এর সুরায়ে নসর এর তাফসীরে দেখুন।) তাঁদের জন্য "গুনাহ ক্ষমা" হওয়ার সুপারিশ নেই। তাঁদের খাতিরে বলা হয়েছে যে,

شَفَاعَتِیْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِیْ

অর্থাৎ আমার শাফায়াত আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য।"

হে প্রশ্নকারীগণ! তোমাদের পেশকৃত হাদিছে দ্বিতীয় প্রকার "উপকার সমূহ বুঝানো হয়েছে তা এ শর্তে যে ঈমান কবুল হবে না। এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানে হযরত ফাতেমা যোহ্রা (রাদি আল্লাহু আনহা) কে বলা হয়েছে এবং অন্যান্যদেরকে শুনানো হয়েছে। নতুবা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় আবু লাহাবের "আযাব" সহজ হয়েছে, আবু তালেব দোযখে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে।

প্রশ্ন ১০ বুখারী শরীফ কিতাবুল এস্তেসক্বা "বাবু সাওয়ালিন্নাসুল ইমামল ইস্তেসক্বা" এ বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) দুর্ভিক্ষের সময় হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন এবং আরয করতেন-

اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتُسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

অর্থাৎ হে মাবুদ! আমরা আমাদের নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

www.AmarIslam.com

সাল্লাম) এর ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম তখন বৃষ্টি প্রেরণ করা হতো। আর এখন তাঁর চাচার ওসীলায় বারিধারা প্রার্থনা করছি- "বৃষ্টি প্রেরণ করুন।" অতঃপর বৃষ্টি আসতো।

বুঝা গেল যে, ওফাত প্রাপ্ত বুযর্গদের ওসীলা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। জীবিতদের ওসীলা গ্রহণ করা জায়েয। দেখুন হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অন্তরাল হওয়ার পর হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ওসীলা গ্রহণ করেছেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলা ছেড়ে দিয়েছেন।

এটা ঐ সকল দেওবন্দী ওহাবীদের প্রশ্ন, যারা জীবিত বুযুর্গদের ওসীলা গ্রহণের সমর্থক। ওফাত প্রাপ্ত বুজর্গদের ওসীলা গ্রহণকে অস্বীকার করে।

উত্তরঃ এর দু'টি জবাব রয়েছে- প্রথমতঃ এল্যামী উত্তর হলো, যদি ওফাত প্রাপ্ত বুযুর্গদের ওসীলা গ্রহণ নিষিদ্ধ হতো, তাহলে উচিত হতো যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওফাত শরীফের পর "কালেমা শরীফ" হতে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুবারক নাম পৃথক করে দেয়া, শুধু "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"কে অবশিষ্ট রাখা। এবং "আত্যাহ্ইয়াত" এর মধ্যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সালাম দেয়া বন্ধ করে দেয়া আর "দরুদ শরীফ" বন্ধ করে দেয়া। কারণ এসব হুজুর পুর নুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলাই তো বটে। অথচ এসব কাজ অবশিষ্ট রাখা হয়েছে।

বুঝা গেল হুজুর মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলা ওফাতের পরও একই ধরনের হয়। আমি প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ করেছি যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পরবর্তী সময়ে সাহাবা কেরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হুজুর আকদাস (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চুল মুবারক ও জামা মুবারক ধোয়ে রোগীদেরকে পান করাতো এবং সুস্থ হয়ে যেত। আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদি আল্লাহু আনহা) বৃষ্টির জন্য রওযা পাকের ছাদ খুলে দিয়েছিলেন। যখনই কবর শরীফের সোজা উপর খুলে দেয়া হয়েছিল অমনিই বৃষ্টি এসেছিল। কুরআনে পাক ঘোষণা করছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পুর্বেকার উম্মতগণ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মুবারক নামের ওসীলা নিয়ে দোয়া প্রার্থনা করতো-

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

কুরআন শরীফ ঘোষণা করছে যে, হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর পরবর্তীকালে তাঁর জুতা মুবারক ও টুপি মুবারক এর ওসীলায় বিজয় অর্জিত হতো।

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

فِيْهِ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ

হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) নিজ ওফাতের পর মুসালমানদের সাহায্য করেছেন, তিনি পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযকে পাঁচ ওয়াক্ত করিয়েছেন। বলুন এটা ওফাত প্রাপ্ত বুযুর্গদের ওসীলা কিনা? আর যখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জন্মের পূর্বে তাঁর মুবারক নাম এর ওসীলায় দোয়াসমূহ কবুল হতো তবে কি এখন তার নাম মুবারকের প্রভাব বদলে গেছে?

দ্বিতীয়তঃ তাহকীক জবাব এ যে, হযরত ফারুক এ আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ উক্তি একথার ঘোষণা দিচ্ছে যে, হুজুর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় তাঁর ওলীগণের ওসীলাও জায়েয অর্থাৎ ওসীলা নবীর জন্য নির্দিষ্ট নয়। হযরত আব্বাস নবী ছিলেন না, ওলী ছিলেন। তাছাড়া তাও বুঝা গেল যে, যার সম্পর্ক নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে হবে, তাঁর ওসীলা গ্রহণ করাও জায়েয, কেননা হজরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন-

وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا

অর্থাৎ আমরা আমাদের নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চাচার ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করছি।

এ হাদিছের ব্যাখ্যায় ইমাম কস্তোলানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) শরহে বুখারীতে বলেন-

اَىْ بِوَسِيْلَةِ الرَّحِمِ الَّتِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহ আনহু) এর ওসীলায় এজন্য দোয়া করেছেন যে, তাঁর সাথে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বংশীয় নিকটতম সম্পর্ক ছিল। (চাচাতো ভাই)

শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) অত্র হাদীস থেকে "ওলীগণের ওসীলা" প্রমাণ করেছেন, যেমন তিনি শরহে হিস্‌নে হাসীন" নামক "কিতাবে আদাবুদ্দায়া ও ওসীলায়ে আওলীয়া" এর বর্ণনায় বলেন-

القصة استسقاء عمرابن الخطاب بعباس ابن عبد المطلب

[illegible]

অর্থাৎ ঃ হযরত ওমর (রাদি আল্লাহ আনহু) হযরত আব্বাস এর ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করাটা "ওসীলায়ে আউলিয়া" এর অন্তর্ভুক্ত। এ 'হিস্‌নে হাসী ন " এর ব্যাখ্যা সম্বলিত "আলহিরযুল ওয়াসেলীনে" এ বর্ণনায় আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন-

وَهُوَ مِنَ الْمَنْدُوْبَاتِ وَفِىْ صَحِيْحِ الْبُخَارِىِّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ
حَدِيْثُ عُمَرَ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ وَلِحَدِيْثِ عُثْمَانَ
اِبْنِ حُنَيْفٍ فِىْ شَانِ الْاَعْمٰى

অর্থাৎ দোয়ার মধ্যে আম্বিয়া কেরাম ও ওলীগণের ওসীলা গ্রহণ করা যে "মুস্তাহাব", বুখারী শরীফের এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহ আনহু) হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহ আনহু) এর ওসীলায় দোয়া করেছেন এবং হযরত ওসমান ইবনে হানিফের হাদিসে অন্ধের জন্য দোয়া করেছেন।

হাঁ যদি ফারুক এ আযম (রাদি আল্লাহ আনহু) একথা বলতেন যে, মওলা! এ পর্যন্ত তো আমরা আপনার নবী পাকের ওসীলায় দোয়া করতাম। এখন ওনার ওফাতের পর তাঁর ওসীলা ছেড়ে দিয়েছি। এখন হযরত আব্বাসের ওসীলায় দোয়া করছি, তখন তোমাদের দলীল ঠিক হতো কিন্তু এ রকম অস্বীকৃতির উল্লেখ নেই। সুতরাং তোমাদের দলীল ভুল। আর আম্বিয়া ও আউলিয়ার ওসীলা শুদ্ধ।

প্রশ্ন (১১) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন-

আমার নিকট যারা যাকাত দেয়নি তারা নিজেদের মাথায় করে গাভী, মহিষ, ছাগলগুলো বহন করে আনবে এবং আমার নিকট "শাফায়াতের" দরখাস্ত করবে। আমি এ বলে তাদেরকে সরায়ে দেব যে, আমি তোমাদের নিকট বিধি বিধান পৌঁছিয়ে দিয়েছি, তোমরা আমল করনি। এখন শাফায়াত কিসের?

অত্র হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল যে, যাকাত অনাদায়ে দোষীদের কোন ওসীলা নেই। যখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলা কাজে আসেনি, তখন অন্যান্যদের ওসীলা কোনরূপে কাজে আসতে পারে না। যেমন- "বুখারী শরীফ কিতাবুল যাকাত" এর ইসমু মানেয়ীয যাকাত অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

وَلَا يَاتِىْ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ يَحْمِلُهُ عَلٰى عُنُقِهِ لَهُ
رُغَاءٌ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

জরুরী নোটঃ এ বাজে প্রশ্নটি হচ্ছে মৌং মওদুদী সাহেবের যিনি বর্তমান যুগের (স্বঘোষিত) মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ। জানি না আরও কি কি হন।

উত্তরঃ এ প্রশ্নের দুটি জবাব রয়েছে–

প্রথমতঃ এ ধরনের আচরণ ঐ সব মানুষের সাথে হবে, যারা যাকাতের 'ফারযিয়াত' (ফরয হওয়া) কে অস্বীকার করেছে, যেমন হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহ আনহু) এর খেলাফতের প্রারম্ভে হয়েছিল এবং যাদের সাথে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহ আনহু) জিহাদ করেছিলেন। আর যাকাতের ফারযিয়াতকে অস্বীকারকারী কাফির এবং কাফিরদের জন্য না ওসীলা আছে, না শাফায়াত। সুতরাং এ, হাদিসের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে নয়।

দ্বিতীয়তঃ অত্র হাদিসে শাফায়াত না করার উল্লেখ রয়েছে "শাফায়াত করতে অক্ষম" বলা হয় নি।

অর্থাৎ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শাফী এ মোখতার (অর্থাৎ ইখতেয়ার প্রাপ্ত সুপারিশকারী) আর ওসীলা ইচ্ছে সহকারে হয়। যদি চান সুপারিশ করবেন, আর যদি না চান, করবেন না। তাদের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য এ রকম ইরশাদ করেছেন। যদি অত্র হাদিসের এ অর্থ না হয়, তাহলে নিম্ন হাদিস শরীফের পরিপন্থী হবে–

شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ

অর্থাৎ "আমার সুপারিশ আমার উম্মতের কবিরা গুনাহকারীদের জন্য হবে।" আর এটা ঐ সকল আয়াতে কুরআনেরও পরিপন্থী হবে যে গুলো প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

জরুরী নোটঃ ওসীলা দু'ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ মজবুর (বাধ্য) যথা সূর্য আলোর ওসীলা, বৃষ্টি রিযিকের ওসীলা, কুরআনে করিম পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহের ওসীলা এবং রমযান মাস গুনাহ মাফ করার ওসীলা।

দ্বিতীয়তঃ ইখতেয়ার সম্পন্ন (অর্থাৎ ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল ওসীলা) যথা- আম্বিয়া কেরাম ও ওলীগণের শাফায়াত এবং দুনিয়াতে হেকিম উকিল ও বিচারক আরোগ্য ও ইনসাফের ওসীলা। এতে হুজুর মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর "খোদা প্রদত্ত ইখতেয়ার" এর বর্ণনা রয়েছে।

প্রশ্ন (১২) বুখারী শরীফে "হাদিসে গার" এ বর্ণিত আছে যে, তিন ব্যক্তি জঙ্গলে যাচ্ছিল, পথিমধ্যে বৃষ্টি আসলে তারা আশ্রয় গ্রহণের জন্য পাহাড়ের গুহায়

ঢুকে পড়লো। একখানা বৃহৎ পাথর গুহার মুখে এসে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন ঐ লোকেরা নিজেদের পূণ্য কাজ সমূহের ওসীলা নিয়ে দোয়া করল। এহেন সংকটময় মুহূর্তে কোন পীরের ওসীলা তারা গ্রহণ করেনি। বরং নিজেদের পূণ্য আমল সমূহের ওসীলা গ্রহণ করেছে।

বুঝা গেল যে, কোন বান্দার ওসীলা গ্রহণ করা জায়েয নেই।

উত্তরঃ অত্র হাদিস শরীফ শুধু একথা বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকেরা পূণ্য আমলমূহের ওসীলায় দোয়া করেছে। এটা কোথায় আছে যে, বুযর্গদের ওসীলা না জায়েয? দাবী হলো একটা আর দলীল হলো অন্য একটা। আমলসমূহের ওসীলা গ্রহণ করাও জায়েয এবং বুযুর্গদের ওসীলাও জায়েয। একটা জায়েযের উপর আমল করার দরুণ অন্য একটা জায়েয কাজ কিভাবে হারাম হয়ে গেল?

হযরত ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) নমরুদের আগুনে যাবার সময় হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) এর আরয করা সত্ত্বেও এ বিপদ দূরীভূত হবার জন্য দোয়া করেননি। নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত ইমাম হুসাইন (রাদি আল্লাহ আনহু) এর শাহাদাতের পূর্বাবাস দিয়েছেন। কিন্তু এটা দূরীভূত করার জন্য দোয়া করেন নি। তখন কি এ দ্বারা এ কথা বলা যাবে যে, দোয়া প্রার্থনা করাই হারাম। এ প্রশ্ন নিতান্ত অমূলক।

প্রশ্ন (১৩) শেখ সা'দী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন–

نداریم غیر ازتو فریادرس

হে পরওয়ার দেগার, আপনি ব্যতীত আমাদের কোন ফরিয়াদ গ্রহণকারী নেই।"

বুঝা গেল যে, খোদা ব্যতীত কেউ ফরিয়াদ শ্রবণ করে না। তৎপর ওসীলা কিসের? যদি ওসীলা মেনে থাক তাহলে খোদা ছাড়া অন্য কাউকে ফরিয়াদ গ্রহণকারী মানতে হবে।

উত্তরঃ এখানে "প্রকৃত ফরিয়াদ গ্রহণকারী" কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত ফরিয়াদ গ্রহণকারী আল্লাহ। আল্লাহর নির্দেশে তাঁর প্রিয় বান্দাগণ ফরিয়াদ গ্রহণকারী। এ শেখ সাদী "গুলিস্তা" নামক কিতাবে বলেন–

ہرکہ فریاد رس روز مصیبت خواہد

گودرایام سلامت بجواں مردی کوش

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি চায় যে, বিপদের দিনে আমার কেউ ফরিয়াদ গ্রহণকারী

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হোক, তাকে বলে দাও যেন আরামের দিনে মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করে।

একটা ঔষধের নাম "ফরিয়াদারাস" (ফরিয়াদ পূর্ণকারী। বলুন- এ নাম শিরক কিনা। আশ্চর্যের বিষয় যে শরবত ফরিয়াদ পূর্ণকারী হতে পারে। কিন্তু নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরিয়াদ পূর্ণকারী বা সাহায্যকারী হতে পারে না।

প্রশ্ন (১৪) "বোস্তা" কিতাবে বর্ণিত হয়েছে-

به تهدید گربرکشد تیغ حکم

بمانند کروبیاں صم وبکم

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তায়ালা ভয় প্রদর্শন করার নিমিত্তে আদেশের তরবারি উত্তোলন করেন, তাহলে ফেরেস্তাগণও বধির বোবা হয়ে যায়।" বলুন- শেখ সা'দী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর মত বুজর্গ ব্যক্তি ফেরেশতাদে[illegible] "মাছুম জামাত" কে বেকার বলেছেন। সুতরাং অন্যান্যদের ও[illegible]লার উল্লেখই বা কি?

উত্তরঃ জনাব! এখানে আল্লাহ তায়ালার "মোকাবিলায়" একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যদি রাগান্বিত হন, তাহলে কেউ তার সামনে শ্বাস নেয়ার ক্ষমতাও রাখে না। এটা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান। আলোচনাতো এ সম্পর্কে যে, আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ও মর্জিতে তাঁর মকবুল বান্দাগণ সুপারিশ করতে পারেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ওসীলায় গুনাহগারদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এটা হলো ওসীলা। অত্র পংক্তির সাথে "ওসীলার মাসআলার" কোন সম্পর্ক নেই।

তারা আল্লামা শেখ সা'দী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর নিম্নলিখিত পংক্তিটুকু কি দেখেনি-

چه باشد که مشتے گدایان خیل

بمهمان دار الثلامت طفیل

অর্থাৎ হে আল্লাহর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কতই ভাল হবে যদি আমাদের মত মুষ্টিমেয় অভাবীগণ আপনার ওসীলায় বেহেস্তের "মোহমান খানায়" পৌছে যাই।

আরও বলেন-

خدا یا بحق بنی فاطمه – که برقول ایماں کنی خاتمه

অর্থাৎ হে মাবুদ! হযরত ফাতেমা যোহরা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর আওলাদের ওসীলায় আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ঈমানের সাথে হোক। এটা সুস্পষ্ট ভাবে বুজুর্গদের ওসীলা।

www.AmarIslam.com

তিনি আরও বলেন-

شنیدم که در روز امید وبیم

بداں را به نیکاں به بخشد کرم

অর্থাৎ শুনেছি যে কেয়ামত দিবসে পূণ্যবানদের ওসীলায় পরম করুনাময় আল্লাহর তায়ালা গুনাহগারদের ক্ষমা করে দেবেন। (বোস্তানে সা'দী)

প্রশ্ন (১৫) যদি আল্লাহর তায়ালার মকবুল বান্দাগণ খোদা প্রাপ্তির ওসীলাও হন, তবুও খোদা প্রাপ্তির পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া উচিত। যেমন- রেলগাড়ীতে ঐ পর্যন্ত বসে যতক্ষণ না গন্তব্যস্থলে পৌছে। গন্তব্যস্থানে পৌছে রেলগাড়ী ত্যাগ করে। মুসলমান কালেমা পড়েছে- খোদা পেয়ে গেছে। এখন বুজর্গদের ওসীলার কি প্রয়োজন রয়েছে?

উত্তরঃ ওসীলা দু'ধরনের প্রথমত ঐ ওসীলা যেটাকে শুধু মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যথা সফরের জন্য রেলগাড়ী দ্বিতীয়তঃ ঐ ওসীলা যার সাথে উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত যেমন আলোর জন্য প্রদীপ। প্রথম প্রকার ওসীলা কোন কোন সময় লক্ষ্যস্থলে পৌছে ছেড়ে দেয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার ওসীলা কোন সময়ই ছাড়তে পারে না। নতুবা তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য হারা হয়ে যাবে। আলো চেরাগের দ্বারা বিদ্যমান। যদি এটাকে নিভায়ে দেয়া হয়, তাহলে অন্ধকার হয়ে যাবে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ দ্বিতীয় প্রকারের ওসীলা। এজন্য পরওয়ারদেগার নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে নুর বলেছেন, কোথাও "সিরাজে মুনীর" অর্থাৎ উজ্জ্বল সূর্য বলেছেন। উদ্দেশ্য এ যে, সূর্যের প্রয়োজনীয়তা যেমন সর্বদা, তেমনি হে প্রিয় মাহবুব, বিশ্ব জগতে আপনার প্রয়োজনও সদা সর্বদা। এ কারণে কবরে তাঁর "মুবারক নামের" উপর সাফল্য এবং হাশর ময়দানে তাঁর ইচ্ছার উপর নাজাত নির্ভরশীল।

প্রশ্ন (১৬) যখন আল্লাহ তায়ালা সকলের প্রতিপালক এবং তাঁর নাম"রাব্বুল আলামীন" তাহলে ওসীলার প্রয়োজন কি? সবাই তাঁর (রাব্বুল আলামীন) দ্বারে মাধ্যমবিহীন উপস্থিত হবে এবং ফয়েয গ্রহণ করবে। ওসীলার মাসআলা তাঁর "রাব্বুল আলামীন" হওয়ার পরিপন্থী।

উত্তরঃ এ প্রশ্নের দু'টি জবাব রয়েছে প্রথম এল্‌যামী দ্বিতীয় তাহকীকী।

এলযামী উত্তর হলো এ যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের রিযিকদাতা এবং রোগসমূহ থেকে আরোগ্যদানকারী। তারপরও তোমরা জীবিকা তালাশের জন্য আমীরদের নিকট, আরোগ্য লাভের জন্য হেকিমদের কাছে কেন যাও? তোমরা

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাদের নিকট যাওয়া আল্লাহ তায়ালা "রিযিকদাতা" ও "আরোগ্যদানকারী" হওয়ার পরিপন্থী। তিনি বিচারকদের সর্বশ্রেষ্ট বিচারক তারপরও 'মোকদ্দামা' বিচারকদের নিকট কেন নিয়ে যাও?

জনাব, ওসীলা হলো আল্লাহ তায়ালার দরজাসমূহ বা তাঁর গোলামদের মাধ্যমে যা হয়, তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে ওলীগণ ও নবীগণ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তায়ালার এখতেয়ার প্রাপ্ত খাদেম।

তাহকীকী জবাব হলো, ঐ সব ওসীলার প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার নেই বরং আমাদের রয়েছে। যেমন রুটি তাবার মাধ্যমে গরম করা হয়। তবে আগুন তাবার মুখাপেক্ষী নয়, বরং রুটির প্রয়োজনীয়তা আছে। আল্লাহ তায়ালা সবার প্রতিপালক। কিন্তু তাঁর প্রভুত্বকে প্রকাশের মাধ্যম এসব জিনিস। সর্প তার কাহারিয়াত প্রকাশের মাধ্যম এবং অন্যান্য আরামদায়ক বস্তু তাঁর রহমত প্রকাশের অনন্য মাধ্যম।

প্রশ্ন (১৭) ওসীলার মাসয়ালা দ্বারা মানুষ খারাপ হয়ে যাবে। যখন জানতে পারে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাদের ক্ষমা করিয়ে দেবেন, তখন আমল করার এ কষ্ট কে পছন্দ করবে?

উত্তরঃ এ প্রশ্নটা এমন যেমন "আরিয়া" (একটি ভ্রান্ত দল) গণ বলে যে তওবার মাসয়ালা দ্বারা অপকর্ম ও যাকাতের মাসয়ালা দ্বারা বেকারত্ব বেড়ে যাচ্ছে, কেননা যখন মুসলমানগণ এ কথা জানে যে, তওবার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়ে যায়, তখন অধিক গুনাহ করে তওবা করে নেবে। আর যখন গরীবের জানা আছে যে, ধনী ব্যক্তিদের বাৎসরিক লক্ষ লক্ষ টাকা যাকাত এসে থাকে, তাহলে রোজগার কি জন্য করবে। যখন মফত জুটবে পরিশ্রম কেন করবে? এটাই হলো উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর।

জনাব, তওবা কবুল হওয়া যেমন নিশ্চিত নয়, তেমন সম্পদশালীদের যাকাত পাওয়াও নিশ্চিত নয়।

অনুরূপভাবে যদি অপকর্ম করা হয় তাহলে নিশ্চিত নয় যে ওসীলা নসীব হবে কিনা। আমি তো মনে করি যে ওসীলা অস্বীকার করায় অপকর্ম বেড়ে যাবে। কেননা গুনাহগার যখন শাফায়াত থেকে নৈরাশ হবে তখন ইচ্ছামত গুনাহ করবে। কারণ দোযখে যখন যেতেই হবে তাহলে আরও দশটি গুনাহ করে নাও। শেখ সাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন-

نہ بینی کہ چوں گربہ عاجز شود

برآرد بہ چنگال چشم پلنگ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত বিড়ালের প্রাণ বাঁচার আশা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাঘ থেকে পালায় কিন্তু যখন আটকে গিয়ে প্রাণের আশা ছেড়ে দেয় তখন বাঘের উপর আক্রমণ করে বসে। নৈরাশ্য সাহসিকতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন (১৮) আরবের মুশরিকগণ এ কারণে মুশরিক হয়েছে যে তারা মুর্তি গুলোকে আল্লাহর বান্দাতো মনে করতো কিন্তু ঐগুলোকে খোদা পর্যন্ত পৌছার ওসীলা মনে করতো। তারা কোন মুর্তিকে স্রষ্টা বা মালিক মান্নতো না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

অর্থাৎ যদি আপনি মুশরিকদের জিজ্ঞাসা করেন যে আসমান সমুহ ও জমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা।

বুঝা গেল যে, ঐ মুশরিকগণ শুধু এ কারণে মুশরিক হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকে তাদের হাজত রাওয়া মুশকিল কোশা ও সাহায্যকারী মেনেছে। অনুরূপভাবে তোমরাও নবীগণ (আলাইহিস সালাম) ও আউলিয়া কেরামকে মানছো। সুতরাং তোমরা ও তারা এক সমান।

উত্তরঃ একটা হলো আল্লাহ তায়ালার কুদরাত আর একটা হলো কানুন।

কুদরাত বা অপরিসীম ক্ষমতা হলো এ যে, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ছোট বড় কাজ ওসীলা বিহীন নিজেই সম্পাদন করতে পারেন। কিন্তু কানুন বা নিয়ম হলো প্রত্যেক কাজ বান্দাগণের মাধ্যমে করানো। আল্লাহ তায়ালার কুদরাতের প্রকাশ পেয়েছে এ আয়াতে -

وَاَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

অর্থাৎ আল্লাহর শান হলো এ যে, কোন জিনিষ সৃষ্টি করার যখন ইচ্ছা করেন তখন 'কুন' (হয়ে যাও) বলেন। তখন ঐ জিনিষ হয়ে যায়। আর 'কানুন' বা নিয়ম নীতির প্রকাশ পেয়েছে শত শত আয়াতে। যথা-

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ

অর্থাৎ হে মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আপনি বলুন তোমাদেরকে মালাকুল মউত (আলাইহিস সালাম) মৃত্যু দেবেন যাকে তোমাদের উপর নিয়োগ করে দেয়া হয়েছে।

وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাদের পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।

قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থাৎ বলুন হে পরওয়ারদেগার যেমন আমার মাতা পিতা ছোটবেলা আমাকে লালন পালন করেছেন, আপনিও তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। দেখুন মৃত্যু দেয়া, পবিত্র করা ও লালন পালন করা আল্লাহ তায়ালার কাজ কিন্তু বান্দাদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে।

মক্কার মুশরিকদের এ আক্বিদা ছিল যে এক খোদা এত বড় জাহান পরিচালনায় অক্ষম। এ কারণে তিনি নিজের বান্দাকে স্বীয় সাহায্যার্থে দুনিয়া পরিচালনায় নিমিত্তে নিযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তারা আল্লাহর বান্দাগণকে তার সমকক্ষ মনে করেছে। এ কারণে তারা মুশরীক হয়েছে। এ কারণেই তারা মুর্ত্তিদের লক্ষ্য করে বলবে-

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ খোদার কসম, আমরা প্রকাশ্যে গোমরাহীতে ছিলাম যে আমরা তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীন এর সমকক্ষ মনে করতাম।

বুঝা গেল যে, তারা মুর্তি গুলোকে বান্দা মেনে আল্লাহ তায়ালাকে ঐগুলোর মুখাপেক্ষী মানতো। কুরআনে করিম এ রকম ওসীলাকে খন্ডন করছে। যথা-

لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা না তিনি নিজে সন্তান গ্রহণ করেছেন, না তাঁর রাজ্যে কেউ শরীক রয়েছে, না অক্ষমতার কারণে তাঁর কোন ওলী রয়েছে। এবং আল্লাহর মহানত্বকে বর্ণনা কর।

অর্থাৎ তিনি যে ওলীগণ নিযুক্ত করেছেন এটা স্বীয় শান প্রকাশের জন্য, না দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে।

বুঝা গেল যে, মুশরিক আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এ আক্বীদা পোষণ করত যে, আল্লাহ- তায়ালার কিছু বান্দা এ কারণে তাঁর ওলী হন যে খোদা এত বৃহৎ কার্যের উপর সক্ষম নন। কোন মুসলমানের এ আক্বীদা নেই। মুশরিকগণ ওলীদেরকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এমনিভাবে মানতো যেমন কাউন্সিলের সদস্য। আর মুসলমান আওলিয়ায়ে কেরামকে এভাবে মানে যেমন মহান দরবারের খাদেম ও কর্মচারী। অতএব, তারা মুশরিক ছিল আর এরা ঈমানদার রয়েছে। মোট কথা যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে সে মুশরিক এবং যে ব্যক্তি কুদরাতকে স্বীকার করে আল্লাহ তায়ালার কানুনকে অস্বীকার করে, সে ওহাবী।

জরুরী নোটঃ আমরা নিজেদের জীবনের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলে তখন জানা যাবে যে, দুনিয়ার কোন নেয়ামত ওসীলাবিহীন অর্জিত হয়নি। জন্ম, লালন-পালন মাতা পিতার ওসীলায়, জ্ঞান গরীমা ওস্তাদের ওসীলায়, সুস্থতা হেকিমের ওসীলায়, মৃত্যু মালাকুল মউত (আলাইহিস সালাম) এর ওসীলায়, মৃত্যুগোসল গোসলদাতার ওসীলায়, কাফন এবং দাফন খননকারীর ওসীলায়। অতঃপর পরকালীন নেয়ামত সমূহতো দুনিয়ার নেয়ামত সমূহের চেয়ে অনেক বেশী। আর এগুলো ওসীলাবিহীন কিভাবে অর্জিত হতে পারে?

কালেমা, কুরআন, রোযা ও নামায আল্লাহ তায়ালার পরিচয়, সংক্ষেপে সকল নেয়ামত হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় অর্জিত। অতঃপর কেউ ওসীলা অস্বীকার করবে না- নিরেট মুর্খ ছাড়া।

নোটঃ সকল ইবাদতের লাভ শুধু মানুষের হয় কিন্তু ওসীলার লাভ জ্বীন, ফেরেস্তা জীবজন্তু বরং গাছ, বৃক্ষ ও জমীন যমান (যুগ) সব কিছু অর্জন করে থাকে। মক্কায়ে মুয়াযযমা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় সম্মানীত, তুর পর্বত হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর ওসীলায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন,যমযমের পানি হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) এর ওসীলায় বরকতময় হয়েছে।

হযরত আইয়ুব (আলাইহিস সালাম) কে আরোগ্য দেয়ার জন্য বলা হয়েছে:

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

অর্থাৎ হে আইয়ুব (আলাইহিস সালাম) আপনার পা দিয়ে ভূমি ঘর্ষণ করুন। (লাথি মারুন) এতে যে পানির প্রস্রবণ সৃষ্টি হবে তা পান করুন এবং এ পানি দ্বারা গোসল করুন। অতঃপর তিনি আরোগ্য লাভ করেন। বুঝা গেল যে, বুজর্গদের পায়ের ওসীলায় সুস্থ হয়ে যায়। মোট কথা বুজর্গদের ওসীলা প্রত্যেক জিনিসকে উপকৃত করে।

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রশ্নঃ (১৯) বর্তমান ওহাবীগণ একথা বলে যে, মানুষ চাইতো যতই বুজুর্গ হোক, মৃত্যুর পর এ জগত হতে উদাসীন হয়ে যায়। এখানকার ব্যাপারে তাদের নিকট মোটেই খবর থাকে না। দেখুন 'আসহাবে কাহাফ তিনশত বৎসর যাবৎ নিদ্রিত থাকার পর যখন জেগেছিল তখন তারা মনে করেছিল যে আমরা একদিন ঘুমিয়েছি।

হযরত ওযাইর (আলাইহিস সালাম) কে একশত বৎসর যাবৎ ওফাতপ্রাপ্ত থেকে যখন তাঁকে জীবিত করা হলো তখন আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করলেন– كَمْ لَبِثْتَ আপনি এখানে কতদিন অবস্থান করেছেন?

তিনি বলেন- لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ

আমি একদিন বা তার চেয়েও কম অবস্থান করেছি। তখন তাকে বলা হলো–

لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ আপনি এখানে একশ বৎসর অবস্থান করেছেন।

যদি তাঁর দৃষ্টি এ জগতের প্রতি হতো তাহলে এ সময়ের অনুমানে কেন ভুল করলেন। যখন এত বড় বুজর্গদের ইহ জগতের সাথে সম্পর্ক থাকে না, সেখানে অন্যান্য আল্লাহর ওলীদের উল্লেখই বা কি? যখন এরা এ জগত হতে এভাবে সম্পর্কহীন, তাহলে তাদের কবরসমূহের নিকট গিয়ে তাদের ওসীলায় দোয়া করা বা তাদের নিকট হাজত প্রার্থনা করা একেবারে বৃথা।

জবাবঃ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাগণ ওফাতের পর এ দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখেন, এখানকার খবর রাখেন। মে'রাজ শরীফের রাত্রে সকল নবীগণ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পেছনে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়েছেন। বিদায় হজ্বের প্রাক্কালে অনেক নবী (আলাইহিস সালাম) যোগদান করেছেন। যার [illegible]দ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দিয়েছেন।

হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) মেরাজ শরীফের রাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত [illegible] কে পাঁচ ওয়াক্তে করিয়েছেন। যদি ঐ সব সম্মানিত ব্যক্তিগণ পরজগতে গিয়ে ইহজগত থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যান, তাহলে তাদের নিকট হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মে'রাজ ও বিদায় হজ্জের খবর কিভাবে হলো এবং হযরত মুসার (আলাইহিস সালাম) নামায কমানের কি প্রয়োজন পড়েছিল? আল্লাহ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَامِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ

অর্থাৎ হে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আপনার পূর্ববর্তী নবীদের জিজ্ঞাসা করুন আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ সৃষ্টি করেছি?

যদি ঐ সব নবী (আলাইহিস সালাম) ইহজগত সম্পর্কে খবর না রাখেন তাহলে আবার জিজ্ঞাসা কিসের?

মৃত ব্যক্তি কবরস্থানে আগমনকারীর পায়ের আওয়াজ শুনে থাকে। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- اِنَّهٗ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ

আসহাবে কাহাফ ও হযরত ওযায়র (আলাইহিস সালাম) এর মো'জেযা ও কারামত দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিশেষ করে ইহজগত হতে সম্পর্কচ্যুত করে দিয়েছেন। যদি আসহাবে কাহাফের নিকট নিজেদের নিদ্রিত অবস্থার সময় জানা থাকতো তাহলে বাজারে আসতো না এবং কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের নিকট প্রকাশ হতো না। যেমন নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন যে, আমাদের অন্তর জাগ্রত থাকে। শুধু চক্ষু ঘুমিয়ে পড়ে।" কিন্তু "তারীসের" রাত্রে আল্লাহ তায়ালা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অন্তরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছেন আর এদিকে নামায কাযা হয়ে গেছে, যাতে উম্মত নামায পড়ার নিয়ম জানতে পারে।

যদি নবী ওলী ওফাতের পর ইহজগত হতে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত হয়ে যান তাহলে আমাদের দরূদ ও সালাম হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত কিভাবে পৌছে? এছাড়াও মৃতদের নিকট সাওয়াব কিভাবে পৌছে? এমন ব্যক্তিকে সালাম করা নিষিদ্ধ যে উত্তর দিতে অক্ষম। যেমন নিদ্রিত, পেশাবকারী নামাযরত এবং আযানরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া নিষেধ। যদি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শুনতেই পান না এবং জবাব দিতে অক্ষম হন, তাহলে তাকে সালাম করা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।

এটাও হতে পারে যে, হযরত ওযায়র (আলাইহিস সালাম) এর উপর আসলে একশত বৎসর সমতুল্য একদিন অতিবাহিত হয়েছে। যথা কেয়ামতের দিন এক

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাজার বৎসরের সমতুল্য হবে। কিন্তু ঈমানদারের জন্য এক ওয়াক্ত নামাজের সমান হবে। এ ঘটনায় উভয় প্রভাব বিদ্যামান ছিল যে ওযায়র (আলাহিস সালাম) এর গাধার উপর এক হাজার বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল এবং অনুমানের উপর একদিন অতিক্রান্ত হয়েছে বলাও শুদ্ধ। এটা এক হিসেবে ছিল এবং আল্লাহ তায়ালা এটাকে এক শত বৎসর বলাও সঠিক ছিল। কারণ এটা হাকীকত বা প্রকৃত অর্থের ভিত্তিতে ছিল।

প্রশ্নঃ (২০) নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অনেক চেষ্টা করেছেন যেন আবু তালেব ঈমান গ্রহণ করেন কিন্তু ঈমান আনে নি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কিছু করতে পারেননি বরং আয়াত অবতীর্ণ হলো-

اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ

অর্থাৎ হে মাহবুব! যাকে আপনি ভালবাসেন তাকে হেদায়েত দান করতে পারবেন না। যখন তিনি আপন প্রিয়জনদের জন্য ওসীলা হতে পারছেন না সেখানে অন্যান্যদের প্রশ্নই বা কি?

উত্তরঃ এ আয়াতের সারমর্ম সুস্পষ্ট যে, যাকে আপনি ভালবাসেন তাকে হেদায়ত দান করতে পারবেন না, কারণ আপনিতো রাহমাতুল্লীল আলামীন" আপনি তো প্রত্যেক মানুষকে ভালবাসেন, সকলের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন-কাফের হোক বা মোমিন হোক, অকৃত্রিম হোক বা মুনাফিক হোক। কিন্তু হেদায়ত ঐ ব্যক্তি পাবে যে আপনাকে ভালবাসে এবং যে আপনার প্রতি ভালবাসা রাখবে, যে আপনার আদেশ মানবে। আবু তালেব হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাসেনি, তাঁর কথা মানেনি এবং কালেমা পড়েনি। এ কারণে হেদায়ত পেতে সক্ষম হয়নি। এটা তার নিজের দোষ। যদি কেউ কোন দুর্দশার কারণে সুর্যের আলো না পায় তাহলে এটা তার ভাগ্যের পরিহাস, সূর্য আলো প্রদানে সংকীর্ণতা করে না। তারপরও আবু তালেব হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সেবা করার প্রতিফল লাভ করেছে যে তাকে দোযখে রাখা হয়নি বরং আগুনের শিখার উপর রাখা হয়েছে যেমন বুখারী শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন (২১) নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত ইমাম হুসাইনের কোন প্রকার সাহায্য করেন নি, অন্যান্যদের সাহায্য করতেও অক্ষম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব তিনি ওসীলা হবেন কিভাবে?

উত্তরঃ হযরত ইমাম হুসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) ঐ সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেনি যেন সবর বা ধৈর্য্য ধারনে কোন প্রকার ক্রটি না আসে। যেমন হযরত ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেননি। এভাবে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর অটলতা যে এত কঠিন মুসিবতসমূহে অটল রয়েছেন এটা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাহায্যে পেরেছেন।

প্রশ্ন (২২) কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আম্বীয়া কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) নিজেদের জীবদ্দশায়ও দুনিয়া হতে বে-খবর থাকতেন। দেখুন- হযরত সোলাইমান (আলাইহিমুস সালাম) 'হুদহুদ' (পাখি) কে হারিয়ে মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন হুদহুদকে আমি দেখছি না। যদি তিনি অবগত থাকতেন তাহলে জিজ্ঞাসা করলেন কেন? আর 'হুদহুদ' এসে বল্ল যে, আমি ঐ জিনিস দেখে এসেছি যা আপনি দেখেননি। অর্থাৎ বিলকিস ও তাঁর সংহাসন। দেখুন- হুদহুদ পাখী সংবাদ দেয়ার পূর্বে তাঁর কাছে না বিলকিসের খবর ছিল, না 'সাবা' শহর সম্পর্কে। যখন তিনি কোন কিছুর খবরই রাখতেন না, তখন ওসীলা হবেন কিভাবে?

উত্তরঃ এ আয়াতে এ কথা কোথায় আছে যে, হযরত সুলাইমান (আলাইহিমুস সালাম) এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। হুদহুদ তাঁর নিকট এর খবর ছিল না বলেও দাবী করেনি। বরং আরয করেছে-

اِنِّىْ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ

অর্থাৎ "আমি এ জিনিস ব্যপ্ত করে দেখে এসেছি যা আপনি গিয়ে দেখে আসেননি।" এবং বাস্তবিকই তিনি ঐ সময় পর্যন্ত ঐখানে সশরীরে তশরীফ নেননি। তাঁর নিকট এর খবর তো ছিল, কিন্তু প্রকাশ ছিল না, যাতে একথা জানা যায় যে, পয়গম্বরের সংস্পর্শে অবস্থানকারী জীবও হাজার হাজার মানুষের ঈমানের ওসীলা হতে পারে। দেখুন হুদহুদ পাখীরই ওসীলায় সকল ইয়ামানবাসী, বিলকিস ও অন্যান্যদের ঈমান নসীব হয়েছে। আরও হাজার হাজার হেকমত এতে নিহিত ছিল।

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইউসুফ (আলাইহিমুস সালাম) বাদশাহ হয়েও স্বীয় সম্মানিত পিতার নিকট নিজের খবর প্রেরণ করেন নি, একারণে নয় যে, তিনি তাঁদের থেকে বে-খবর ছিলেন। বরং সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন এবং তাঁর অসাধারণ মহানত্ব প্রকাশিত হবার ছিল যে, দুর্ভিক্ষের যুগে সারা জগতের জীবিকা তাঁর নিকট পৌছেছে এবং সকল মানুষকে জীবিকার ক্ষেত্রে তার মুখাপেক্ষী করে দেয়া হয়েছে।

আচ্ছা বলুন যখন হযরত সুলাইমান (আলাইহিমুস সালাম) আসেফকে সিংহাসন নিয়ে আসার হুকুম দিয়েছিলেন, তখন সে না কারো নিকট ইয়ামান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, না বিলকিসের ঘর কোথায় তা প্রশ্ন করছে, না সিংহাসন এর স্থান খোঁজ করেছে। বরং চক্ষের ফলক মারার পূর্বে সিংহাসন নিয়ে উপস্থিত করে দিয়েছেন। তাঁরও বিলকিসের সকল জায়গায় খবর ছিল কি না? নিশ্চয়ই ছিল। তাহলে জ্বীনের সংস্পর্শে থেকে আসেফ এ ক্ষমতা অর্জন করেছিল আর হযরত সুলায়মান (আলাইহিমুস সালাম) যে বে-খবর হবেন এটা অসম্ভব । আল্লাহ তায়ারা ইরশাদ করেন-

وَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

অর্থাৎ যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল-

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ

অর্থাৎ আমি বিলকিসের সিংহাসন আপনি চক্ষের ফলক মারার পূর্বে নিয়ে আসব।

বলুন কিতাব আসেফ কার নিকট পড়েছিল? আশ্চর্য! শিষ্যের নিকট খবর রয়েছে, ওস্তাদের নিকট নাই। আল্লাহ তায়ালা বুঝ দান করুক। মোট কথা হযরত সুলাইমান (আলাইহিমুস সালাম) এর নিকট ঐ সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। কিন্তু যথাসময়ের পূর্বে প্রকাশ পায়নি। ওসীলা তালাশ করা উদ্দেশ্যাবলী অর্জিত হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট এটা অন্য জিনিস।

প্রশ্ন (২৩) আল্লাহ তায়ার ইরশাদ করেন-

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন আযাব দেন। যে নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) ও ওলীগণকে তোমরা মাগফেরাতের

www.AmarIslam.com

ওসীলা মনে করছ স্বয়ং তাদের মাগফেরাত নিশ্চিত নয়, জানা নেই তাদের ক্ষমা হবে কিনা। যদি তাঁরা তোমাদের ওসীলা হয়ে থাকেন, তাহলে বল, যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে পাকড়াও করেন তখন তাঁদের ওসীলা কে হবে? مَنْ يَّشَاءُ (যাকে ইচ্ছা করেন) এতে مَنْ হচ্ছে عام (আম) যা নবী ওলী সবায়কে অন্তর্ভুক্ত করে। (কোন বে-আদব দেওবন্দী এ প্রশ্নটি করেছে)

উত্তরঃ এর দুটি জবাব রয়েছে একটি আলেমানা, অপরটি সুফিয়ানা। আলেমানা জবাব হলো এ যে, বান্দা তিন ধরণের রয়েছে। প্রথমঃ ঐ সকল বান্দা যাদের জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে। যেমন আবু লাহাব ও তার স্ত্রী জামিলা যাদের সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে!

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَاَتُهٗ

অর্থাৎ আবু লাহাব ও তার স্ত্রী অনতিবিলম্বে প্রজ্জলিত আগুনে পৌছবে। দ্বিতীয়, ঐ সকল বান্দা যাদের বেহেস্তী হওয়া সম্পর্কে শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। যথা ইরশাদ হয়েছে – رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রাজি হয়েছেন এবং তাঁরা আল্লাহ তাআলার উপর রাজি হয়েছেন। অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে–

كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ আল্লাহ এদের সবার সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

তৃতীয়, ঐ সকল বান্দা যাদের সম্পর্কে কোন খবর দেয়া হয়নি। যেমন আমাদের সম্পর্কে,প্রথম দলের দোযখী হওয়া ও দ্বিতীয় দলের জান্নাতি হওয়া এমন নিশ্চিত, যেমন আল্লাহ তায়ালা এক হওয়া। তোমাদের পেশকৃত আয়াতে তৃতীয় দলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা খেলাফী করেন না।

সূফী সুলভ উত্তর হলো এ যে, অত্র আয়াতের সারমর্ম হলো আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে পূণ্য আমলের তওফিক দান করে বেহেস্তী করেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামী করেন। অর্থাৎ মানুষদেরকে জান্নাতী ও জাহান্নামী করার ইচ্ছা চুড়ান্ত হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন শুধু তার প্রকাশ ঘটবে। আয়াতের মর্ম এ নয় যে আল্লাহ তায়ালা পূণ্যবানকে ইচ্ছা করলে

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জাহান্নামী করেন এবং কাফেরকে ইচ্ছা করলে জান্নাতী করেন। অতএব যার সম্পর্কে জাহান্নামী হওয়ার ইচ্ছা করা হয়েছে সে জাহান্নামী হয়ে গেছে। এর পরিপন্থী হওয়া শেষোক্ত আয়াতের পরিপন্থী হবে।

প্রশ্নঃ (২৪) কুরআন করিম ঘোষণা করছে যে কাফিরগণ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে দাবী জানাল

لَنْ نُّؤمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا الخ

অর্থাৎ আমরা ঐ পর্যন্ত ঈমান গ্রহণ করব না যতক্ষণ না আপনি জমীন হতে 'নহর প্রবাহিত করেন, বা আপনার নিকট এমন খেজুরের বাগান থাকবে না, যার নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত।"

এর উত্তরে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلاً

অর্থাৎ আপনি বলুন আমার প্রতিপালক সোবহান, আমিতো শুধু মানুষ রসুল, আমার মধ্যে এ ক্ষমতা নেই।"

অত্র আয়াত দ্বারা দু'টি কথা জানা যায়- একটা হলো এ যে নবীর মধ্যে কোন ক্ষমতা নেই। তিনি দুর্বল বান্দা নতুবা তাদেরকে এ মোজেযা দেখিয়ে মুসলমান করে ফেলতেন। দ্বিতীয় কথা হলো পানির নহর বের করা, বাগান উৎপাদন করা খোদা তায়ালার কাজ, নবী-ওলীর কাজ নয়। অনুরূপভাবে ছেলেমেয়ে দান করা, সম্মান-অসম্মান দেয়া, মনস্কামনা পূর্ণ করা খোদা তায়ালার কাজ। কাউকে এসকল বিষয়ের ওসীলা মানা এ আয়াতের পরিপন্থী।

উত্তরঃ নবীর মধ্যে এর চেয়ে আরও অধিক ক্ষমতা রয়েছে। একথা বল যে, তাদের দাবীর উপর স্বীয় ক্ষমতা দেখাননি। কেননা তারা ঈমান গ্রহণের নিয়তে এ দাবী করতো না। বরং নবীর ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য করতো। আর যে গোত্র নবীর ক্ষমতা পরীক্ষা করেছে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। ফেরআউন, নমরুদ, আ'দ ও সমুদ গোত্র এরা সবাই নবীর ক্ষমতা দেখতে চেয়েছিল। তাদের ক্ষমতা দেখানো হয়েছে, কিন্তু তারা ঈমান গ্রহণ করেনি, তারা ধ্বংস হয়েছে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাদের এ দাবী পূর্ণ না করা রহমতের ভিত্তিতে ছিল। তারা তো জমীন থেকে "নহর" বের করার দাবী করেছিল। কিন্তু হুজুর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করে দেখিয়েছেন, অস্তমিত সূর্যকে পুণরায় উদিত করেছেন, লবাণাক্ত কূপকে মিঠায় পরিণত করেছেন, কাঠ, কংকর সমূহ দ্বারা স্বীয় কলেমা পড়িয়েছেন, দরিদ্রদেরকে বাদশাহ করেছেন। যাকে যা চেয়েছেন করে দিয়েছেন।

আল্লামা ইকবাল কত মূল্যবান কথা বলেছেন-

بوریا ممنون است خواب راحتش

تاج کسری زیر پائے اُمتش

অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আরামের নিদ্রা দ্বারা সাগর উপকৃত। 'কিসরা' এর রাজমুকুট তাঁর উম্মতের পদতলে। মোট কথা ক্ষমতা থাকা এক জিনিস আর দেখানো অন্য জিনিস। অত্র আয়াতে ঐ অবাধ্য কাফিরদেরকে ক্ষমতা না দেখানোর উল্লেখ রয়েছে যাতে ধ্বংস হয়ে না যায়।

উপসংহার

প্রকৃত কথা হলো এ যে, ওহাবী দেওবন্দীদেরকে ইবলিস পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। তাদের দুর্ভাগ্য এসে গেছে। এ কারণে সকল প্রকার ওসীলা হতে মুখ ফিরিয়ে আছে। যাকে আল্লাহ তায়ালা পথহারা করেন তার জন্য না ওলী আছে, না মুর্শিদ। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

অর্থাৎ যাকে গোমরাহ করবে তার জন্য আপনি না কোন ওলী পাবেন, না মুর্শিদ। এ পীরহীন আলোহীন শয়তানকে আল্লার তায়ালার দরবার হতে বের করে দেয়া হয়েছে। এ সব কথা এ কারণে হচ্ছে যে, মুসলমানদের উচিত প্রত্যেক নুতন মজহাব থেকে বিরত থাকা। সে পথের উপর অটল থাকা চাই,যা আজ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পূণ্যবান বান্দাদের পথ। না জেনে না বুঝে কোরআন শরীফের তরজুমা করা গোমরাহীর কাজ। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এ কোরআন পাক দ্বারা অনেক মানুষেকে হেদায়ত দান

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

করেন এবং অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেন। হেদায়তের উপর অটল থাকার ওসীলা শুধু এটাই যে নেকবান্দাদের সাথে থাক।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। আমাদেরকে সুরায়ে ফাতেহায় এ দোয়া প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

হে মাওলা আমাদেরকে সরল পথের হেদায়ত দান করুন অর্থাৎ অটল রাখুন ঐ বান্দাদের রাস্তার উপর যাদেরকে আপনি ঐ রাস্তা দান করেছেন। অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দিকীন, শহীদগণ ও নেকবান্দাগণ এর সাথে অটল রাখুন। আজকাল ছকড়ালভী (আহলে কোরআন) কাদিয়ানী, দেওবন্দী, ওহাবী ও বেদ্বীন কোরআনে করিম বগলে নিয়ে ঘুরাফিরা করছে এবং একথা বলে বেড়াচ্ছে যে কোরআন করিমের দৃষ্টিতে সত্যবাদী। যেমন ইয়াযীদের অনুসারীগণ চিন্তা ভাবনা না করে ও কোন কিছু না বুঝে কুপ্রবৃত্তির পেছনে পড়ে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কে শহীদ করেছেন এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) উপর এ আয়াতখানা প্রয়োগ করেছে-

فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যে বাদশাহ ইসলামের বাদশাহের সাথে বিদ্রোহী করবে তার সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ প্রত্যাবর্তন না করে। তারা হযরত ইমাম হোসইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বিদ্রোহী এবং অপবিত্র ইয়াযীদকে ইসলামের বাদশাহ সাব্যস্থ করেছে। মোট কথা না বুঝে কুরআনে পাকের কৃত তরজুমা সমূহ অনেক মানুষের তরী ডুবিয়ে দিয়েছে। যদি চাও যে, দুনিয়া হতে নিরাপদ ঈমান নিয়ে যেতে, তাহলে ঐ রাস্তায় চল যেটা আউলিয়া কেরাম ও ওলামায়ে এযামের রাস্তা। আজ কাল আহলে সুন্নাতের মযহাব ব্যতীত অন্য কোন ফেরকায় ওলী বিধ্যমান নেই। বুঝা গেল যে এ জামাতই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন পর্যন্ত মুসা (আঁলাইহিমুস সালাম) এর ধর্ম রহিত হয়নি বনী ইসরাইলের মধ্যে হাজার হাজার ওলী হয়েছে। যখন থেকে ঐ ধর্ম রহিত হয়ে গেছে সে হতে এখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন ওলী হয়

নাই। হযরত মরিয়ম (আলাইহিমুস সালাম) আসহাবে কাহাফ ও আসেফ ইবনে বরখিয়া যাদের আলোচনা কোরআনে পাকে বর্ণিত হয়েছে, এরা সবাই বনী ইসরাইলের ওলী ছিলেন। জরীহ ইসরাইলী (বনী ইসরাইলের একজন ওলী) এর বেলায়তের এই অবস্থা ছিল যে, তিনি চার মাসের শিশু সন্তানের নিকট হতে নিজের পবিত্রতার সাক্ষ্য নিয়েছে। কিন্তু যখন থেকে এ ধর্ম রহিত হয়ে গেছে তখন থেকে কি কোন্ ইয়াহুদী ঈসায়ী ওলী হয়েছে? যখন তাদের মধ্যে ঈমানই নাই সেখানে বেলায়ত কোথা হতে আসবে। এভাবে আজকাল মাযহাবে আহলে সুন্নাত ছাড়া কোন ফেরকায় ওলী নাই। দেওবন্দী ফেরকায় ওলী নেই, কাদিয়ানী, ছকড়া লভী ও গায়রে মুকাল্লিদ ফেরকায় ওলী নেই।

এদিকে দেখুন-হুজুর গাউছে পাক সরকারে বাগদাদ (রাদি আল্লাহু আনহু) হুজুর খাজা বাহাউদ্দীন নক্শবন্দী, হুজুর গাউছে পাক শেহাব উদ্দীন সোহরাওয়াদী, আমাদের মধ্যে হতে হয়েছেন। এখনও মাযহাবে আহলে সুন্নাতে অনেক ওলী আছেন। হযরত পীর সৈয়দ হায়দার শাহ ছাহেব জালাল পুরী, হযরত খাজা পীর মেহের আলী শাহ ছাহেব গুলড়বী, কুতুবে আকতাব পীর ছৈয়দ জামাত আলী শাহ ছাহেব আলী পুরী, হযরত খাজা মুহাম্মদ সোলাইমান ছাহেব তুনসবী ও সকল গদীনশীন পীর ছাহেবান আমাদের জামাতে রয়েছেন। এসব সম্মানিত ব্যক্তিগণ একনিষ্ঠ সুন্নী, মুত্তাকী ওসীলা সমর্থনকারী, নেয়ায ওরস ফাতেহা, মিলাদ শরীফ গিয়ারভী শরীফ উৎযাপনকারী। এসব আউলিয়া আমাদের মধ্যে আর্বিভূত হওয়া মযহাবে আহলে সুন্নাতের সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ। সকল ফেরকার সাথে আমি চ্যালেঞ্জ করছি যেন নিজেদের মযহাব সমূহে ওলী দেখান। ওলীর পরিচয় কোরআনে করিম এ বর্ণনা করেছে যে, সৃষ্টি জগত তাদেরকে ওলী মানবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ তাঁদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে শুভ সংবাদ রয়েছে। ইহ জগতের শুভসংবাদ হলো সর্ব সাধারণ তাদের প্রতি ঝুকে পড়বে এবং পরকালীন শুভ সংবাদ হলো ফেরেস্তাগণ তাঁদেরকে মুবারকবাদ দিবে। কোরআনে করীম আরও ঘোষণা করছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের মুহাব্বত প্রত্যেকের অন্তরে ঢেলে দেন।” যে সকল বুজুর্গদের নাম আমি উল্লেখ করেছি তাদেরকে সৃষ্টিজগত ওলী মানে। যেহেতু দেওবন্দীদের মধ্যে কোন ওলী নেই এ কারণে আল্লাহর ওলীদেরকে গালি দিতে আরম্ভ করেছে। যেমন কাদিয়ানীদের স্বঘোষিত মসিহ মীর্জা গোলাম আহমদ এর মধ্যে কোন কারামত বা মোজেযা নেই বলে তারা হযরত ঈসা (আইহিস সালাম) এ মোজেযাসমূহকে অস্বীকার করতে লাগল। মুসলমানগণ! প্রত্যেক অবস্থায় এ ফকীরের এ নীতিটুকু স্মরণ রাখবেন যে, ঐ পথই অবলম্বন করবেন, যা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের রাস্তা। ইনশাআল্লাহ তায়ালা আজ কালের বিষাক্ত বাতাস সমূহ থেকে আপনাদের ইমান নিরপদ থাকবে। ফুলবাগানের ঘাস ফুলের ওসীলায় বাদশাহদের হাতে পৌছে যায়। বাদামের বাকল মগজের সাথে সংযুক্ত থাকে কিন্তু যখন পৃথক হয় তখন নিক্ষেপ করা হয়। প্রকৃত কথা হলো এ যে, কিতাবসমূহ দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জিত হয় কিন্তু ধর্ম কারো সুদৃষ্টিতে নসীব হয়। ডক্টর ইকবাল কত উত্তম বলেছেন-

دیں مجو اندر کتب اے بے خبر
علم وحکمت ازکتب دیں ازنظر
کیمیا پیداکن ازمشتے گلے
بوسه زن برآستانے کاملے

অর্থাৎ ধর্ম শুধু কিতাব সমূহে তালাশ করোনা। কিতাব সমূহ দ্বারা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জিত হয় এবং দ্বীন অর্জিত হয় কামিল ব্যক্তির কৃপা দৃষ্টিতে। নিজের শরীরকে কিমা করে নাও। এভাবে যে কোন কামিল ব্যক্তির আস্তানায় চুমো দাও। যদি কোরআন শরীফের অনুবাদ পড়ে নিলে ধর্ম অর্জিত হতো, তাহলে আবু জাহল, আবু লাহাব ও ইবলিস প্রথম শ্রেণীর ঈমানদার হতো। কারণ তারা অনুবাদ জানত। শুধু নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হতে ফয়েয হাসিল না করায় ধ্বংস হয়েছে।

আসুন! আমি মসনবী শরীফের একখানা ঘটনা বিবৃতি করে এ “পুস্তিকা” সমাপ্ত করি, যাতে “ওলীর ওসীলার এ পুস্তিকা ওলীয়ে কামিলের ঘটনার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মসনবী শরীফে বর্ণনা করেন -

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েযিদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর যুগে বোস্তাম শহরে এক বেশ্যা মেয়ের আগমন ঘটে, যার সৌন্দর্য ও সুন্দর কন্ঠের জন্য তামাশাবাজদের অবিরাম মেলা লেগে রইল। কোন এক ব্যক্তি হযরত সোলতানুল আরেফীন বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, হুজুর আপনার যুগে এবং আপনার শহরে এমন পাপাচার! হুজুর বললেন- কি ব্যাপার? ঐ ব্যক্তি সমস্ত ঘটনা আরয করলে হুজুর বললেন, আমাকে এ বেশ্যার ঠিকানা বল। তিনি নামাজের মুসল্লা ও বদনা নিয়ে তার ঘরের নিকট পৌছে গেলেন। সকল তামাশাবাজ তাঁকে দেখে পালিয়ে গেল। তিনি ঐ বেশ্যার দরজায় গিয়ে মুসল্লা বিছিয়ে নফল নামায পড়তে আরম্ভ করে দিলেন। যে ব্যক্তি এদিকে আসত তাকে দেখে ফিরে যেত। এভাবে, রাতের অধিকাংশ সময় চলে গেল আর কারো আসার আশংকা রইলনা। তখন তিনি ঐ বেশ্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন- দৈনিক রোজগার কত হয়? সে যত বলল, তিনি অত মুদ্রা মুসল্লার নীচ থেকে বের করে তাকে দিয়ে দিলেন-

فقیروں کي جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ!
مگر چاہئے ان سے لینے ڈھپ کچھ!!
بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ!!

অর্থাৎ ফকীর বুজর্গদের ঝুলিতে সব কিছু থাকে। কিন্তু তাঁদের থেকে নেয়ার জন্য চাই কিছু পদ্ধতি। তাঁরা অনেক যাচাই করে সামান্য দান করেন।

অতঃপর তিনি তাকে বললেন যে, এখন তোমার এ রাত আমি ক্রয় করে নিয়েছি। কেননা, তোমার প্রাপ্য দিয়ে দিয়েছি। সে বলল হাঁ, নিশ্চয়। তৎপর হুজুর বললেন আচ্ছা এখন আমি যা বলব তাই কর। সে বলল বেশ ভাল। তিনি বললেন, ওযু করে দু'রাকাত নফল নামাযের নিয়ত কর। তাকে নামাযে দাঁড় করিয়ে দিলেন। যতক্ষণ সে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল, বেশ্যা ছিল। রুকূতে গেল, তখনও বেশ্যা ছিল। কিন্তু যখন তার মস্তক সেজদায় অবনত হলো তখন সোলতানুল আরেফীন এর মুবারক হাত দোয়ার জন্য উত্তোলিত হলো- তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরয করলেন-

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

انچه کارم بود آخرکر دمش – کزز نا سوئے نماز آوردش

অর্থাৎ হে মওলা! আপনি শক্তিবান, আমি দুর্বল, আপনি প্রতিপালক আমি বান্দা। আমি দুর্বল, অক্ষম ও অসহায় বান্দার কাজ হলো এতটুকু যে পাপীটাকে যেনা থেকে হটিয়ে আপনার দ্বারে ঝুকিয়ে দেযা। সামনের অবশিষ্ট কাজ আপনার। আপনি এ ঝুকানো মস্তককে কবুল করে নিন বা ফিরিয়ে দিন। পুনরায় তিনি আরয করলেন যদি আপনি এ অবনত মস্তককে ফিরিয়ে দেন তাহলে আমার দুর্নাম হয়ে যাবে এবং মানুষ বলবে সুলাতানুল আরেফীন তোমার দরজায় কি দিয়ে গেলেন।

بردرت آور ده آم من اے خدا –

قلبها قلب طفیل مصطفے

এটা দেখবেন না যে, আগমনকারী কে? মওলা! এদিকে দেখুন যে, এনেছে কে? যদিওবা আগমনকারী একজন পাপীষ্ঠা কিন্তু আনয়ন কারীতো আমি গুনাহগার। তাই ঐ সবুজ গুম্বজওয়ালা, কালো জুলফিধারী মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ওসীলায় তার অন্তরের গতি পরিবর্তন করে দিন আপনি। একথা বলতেই ঐ পাপীষ্ঠা ওলী হয়ে গেল। অতঃপর পরবর্তী সময়ে তার সাথী যখন তাকে ডাকতো তখন সে ভিতর থেকে খবর পাঠাতো যে, আমি এ চক্ষে সোলতানুল আরেফীনকে দেখেছি এবং যে সোলতানুল আরেফীনকে দেখে ফেলেছে, সে আর কাউকে দেখতে পারে না।

সূর্যের কিরণ সমূহ কোন আতশী কাঁচের মাধ্যমে কোন কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করলে ঐ কাপড় জ্বলে যায়। যদি এ আতশী আয়না মধ্যখানেই না হয় তাহলে জ্বলার ইন্দন সৃষ্টি হবে না। মদীনার সূর্য (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নুরানী কিরণ সমূহ শাহেন শাহে বাগাদদ বা শাহেন শাহে আজমীরের আতশী কাঁচের মাধ্যমে অন্তরে ঢেলে নাও যাতে জ্বলার ইন্দন ও বেদনার সঞ্চার হয়। এ অন্তরের বেদনা ঐ জিনিস যার কারণে মানুষ ফেরেস্তার চেয়ে উত্তম হয়েছে।

সমাপ্ত

click@Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com